ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 June, 2023 ■ আগরতলা ১২ জুন, ২০২৩ ইং ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লীতে বিএসএফ-বিজিবির ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে সীমান্ত অপরাধ রোধে গুরুত্বারোপ

● মনির হোসেন ●

ঢাকা, জুন ১১।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়েছে। চার দিনব্যাপী ৫৩তম সীমান্ত সম্মেলন রবিবার সকালে নয়াদিল্লির বিএসএফ চাওলা ক্যাম্পে শুরু হয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম। বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান, সীমান্ত হত্যা, সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর গুলি চালানো, আহত করা, আটক করা ভারত থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ দ্রব্যের চোরাচালান আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিশেষ করে ভারত সীমান্ত দিয়ে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে অনুমোদনহীন উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণ এবং বন্ধ থাকা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আগরতলা থেকে আখাউড়ার দিকে প্রবাহিত সীমান্তবর্তী খালের বর্জ্য জল অপসারণে উপযুক্ত জল শোধনাগার স্থাপন, বাংলাদেশের জকিগঞ্জের কুশিয়ারা নদীর সঙ্গে রহিমপুর খালের মুখ পুনরায় উন্মুক্তকরণ, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ক্যাম্পের সম্ভাব্য অবস্থান ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে ভারতীয় টেলিকম নেটওয়ার্কের বিস্তার রোধ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সীমান্ত সম্মেলন উপলক্ষে বিজিবি সীমান্ত পরিবার কল্যাণ সমিতি (সীপকস)-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোয়ারা বেগমসহ সীপকস এর প্রতিনিধি দল বি এস এফ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুন।। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও তেলিয়ামুড়া থানার স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহযোগিতায় আটক বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ এক যুবক। ঘটনা, রবিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত চাকমাঘাট বেরেজ সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবককে চাকমাঘাট এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহযোগিতায় তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট স্থিত ঙ্খট্টঞ্চচ ৭১নং ব্যাটেলিয়ান এবং তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ রবিবার ঐ যুবককে চাকমাঘাট বেরেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করে তাকে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছে থেকে ৯১ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। জানা যায় ওই যুবকের নাম বিজয় দেববর্মা। তার বাড়ি ধোলাই জেলার গঙ্গানগর এলাকায়।

তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই যুবক চাকমাঘাট স্থিত তার ঠাকুরদার বাড়িতে থেকে এই ড্রাগস পাচার সহ কেনাবেচার কাজ চালাচ্ছিল। জানা যায়, তার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ৫০,০০০ টাকা হবে। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঐ যুবককে তেলিয়ামুড়া থানায় জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে এবং এই ড্রাগসের সাম্রাজ্যের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে এ ব্যাপারেও তদন্ত চালাচ্ছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

পৃথক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত আট যাত্রী

বাস থামিয়ে চালককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/শান্তিরবাজার, ১১ জুন।। গণধোলাইয়ে গুরুতর আহত বাস চালক! ঘটনা বিশালগড়ে। দমকল বাহিনীর জোয়ানরা আহত বাস চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বিশালগড় থানার কাছে আগরতলা বিশালগড় সড়কে রবিবার উদয়পুর থেকে দ্রুতগতিতে আগরতলা যাওয়ার পথে একটি যাত্রীবাহী বাস গাড়ি অপর একটি বাইককে ধাক্কা দেয়। বাসের ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয় বাইক চালক।

স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বাস গাড়াটি আটক করে এবং চালককে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তাতে বাসচালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। দমকল বাহিনীর জোয়ানরা আহত বাস চালককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত বাস চালকের নাম টুটন বিশ্বাস। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে হাঁপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাস চালকের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী গাড়ী উল্টে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রী সহ আহত হয়েছে সাত জন।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সাব্রুম থানার অন্তর্গত দমদমা এলাকায় রবিবার দুপুর নাগাদ একটি যাত্রীবাহী ম্যাজিক গাড়ি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িটি মনুবাজার থেকে সাবরুমের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি সাব্রুমের দমদমা এলাকায় পৌছলে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তাতেই সাত জন আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় প্রবেশের পথে চুরাইবাড়িতে ফেন্সিডিল উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। পাচারের পথে করিমগঞ্জ জেলাধীন বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে লরি চালক সন্তোষ পালকে।

জানা গেছে, প্লাস্টিক শিট ও ওষুধ বোঝাই লরিতে করে নেশা জাতীয় কফ সিরাপ ফেন্সিডাইল ত্রিপুরায় পাচার করতে গিয়ে চালক ধরা পড়ে পুলিশের হাতে।

আজ রবিবার কাকভোরে টিআর ০১ এটি ১৬১২ নম্বরের ছয় চাকার একটি লরি গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার আরগতলায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে চুড়াইবাড়িতে পুলিশের নাকা পয়েন্টে পৌঁছে। তখন লরিতে তল্লাশি চালান গেইট ইনচার্জ প্রণব মিলি ও তাঁর টিম। এতে গাড়ির ভিতর থেকে আন্যান্য সামগ্রীর আড়াল থেকে বেশ কয়েকটি কার্টুনে ৭৮০ শিশি নেশাযুক্ত কফ সিরাপ ফেন্সিডাইল উদ্ধার হয়। কালোবাজারে এগুলোর মূল্য চার লক্ষাধিক টাকা হবে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতিদিন বহু গাড়িতে করে ত্রিপুরায় আমদানি করা হচ্ছে নেশা সামগ্রী। আর এই নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরা থেকে বহিঃরাজ্যে পাচার করা হচ্ছে গাঁজা। এই আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে পুলিশের একাংশের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ।

খেরেংঝুড়ি এলাকায় জাতীয় সড়ক বেহাল অবস্থায়, দূর্ঘটনার ঝুঁকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত খেরেংঝুড়ি এলাকার ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে অল্পবৃষ্টিতেই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা। বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় সড়কে। কিন্তু কোন হেলদোল নেই ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির। যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে জাতীয় সড়ক।

আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কটি রাজ্যের লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত।

এই জাতীয় সড়ক দিয়েই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ বিভিন্ন সামগ্রী রাজ্যে আমদানি করা হয়। জ্বালানি তেল , গ্যাস সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই সড়ক পথেই রাজ্যে আনা হচ্ছে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কটি সামান্য বৃষ্টিতেই যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিঅথরিটি গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়কটি সঠিক সময়ে সংস্কার করার তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পন্যবাহী যানবাহনের চালকরা। ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত খেরেংঝুড়ি এলাকার ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অল্পবৃষ্টিতেই যান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। যান চালকরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে ড্রেনে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ জুন।। শান্তিরবাজারের পশ্চিম চড়কবাই উত্তর পাড়ায় ড্রেন থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। রবিবার সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম চড়কবাই উত্তর পাড়ায় একটি পরিত্যাক্ত ড্রেনে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মৃতব্যক্তি পশ্চিম চড়কবাই উত্তর পাড়ার বাসিন্দা কার্তিক ভৌমিক। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন বলে জানা যায়। শনিবার বিকেল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আজকে সন্ধ্যাবেলায় উত্তর পাড়া এলাকায় পরিত্যাক্ত ড্রেইনে উনার মৃত দেহ দেখতে পায় এলাকাবাসী। মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে তদন্তে নেমেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ।

নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা কান্ডে পুলিশের জালে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ জুন।। চৌদ্দ বছরের নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা কাণ্ডে অভিযুক্ত এক বিবাহিত যুবককে গ্রেফতার করলো বিলোনিয়া মহিলা থানার পুলিশ। ঘটনাটি জানাজানি হতেই, গতকাল অর্থাৎ শনিবার রাত একটা নাগাদ অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে মামলা দায়ের করে।

মামলা দায়ের হতেই মহিলা থানার পুলিশ আইপিসি এবং পস্কো আইনের ৬ ধারায় মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা কাণ্ডে অভিযুক্ত বিবাহিত যুবকের নাম অজিত মল্ল , বাড়ি বিলোনিয়া পাইখলা এলাকায় পেশায় একজন গাড়ী চালক জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে মহিলা থানার পুলিশ পাইখলা এলাকায় তার বাড়িতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করে তাকে।

রবিবার দুপুরে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে নাবালিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ভবঘুরে মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা, আটক এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। গভীর রাতে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ভবঘুরে মহিলাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে আটক এক ব্যক্তি। ধৃত ব্যক্তির নাম নিতাই দাস। ঘটনা বিশালগড়ের কড়ইমুড়া বাজারে অবস্থিত কংগ্রেস ভবনে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কড়ইমুড়া বাজারস্থিত কংগ্রেস ভবনে এক ভবঘুরে মহিলা বসবাস করে। শনিবার গভীর রাতে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে কড়ইমুড়া কংগ্রেস ভবনে প্রবেশ করে নিতাই দাস নামে এক ব্যক্তি। কংগ্রেস ভবনে প্রবেশ করে নিতাই দাস জোর পূর্বক ভবঘুরে মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তখন মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় যুবকরা এগিয়ে আসে।

স্থানীয় এক যুবক জানায় তারা ঘটনাস্থলে আসার পর নিতাই দাস কংগ্রেস ভবন থেকে বেরিয়ে যায়। এবং ভবঘুরে মহিলা বিবস্ত্র অবস্থায় কান্না করতে থাকে। ভবঘুরে মহিলা তাদেরকে জানায় নিতাই দাস তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে। পড়ে স্থানীয় যুবকরা নিতাই দাসকে আটক করে বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর নিতাই দাসকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে।

চিকিৎসকদের মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। আজ সন্ধ্যায় আগরতলার একটি অভিজাত হোটেলে ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকদের মানুষের পাশে থেকে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করতে হবে। তাছাড়াও চিকিৎসকদের কর্মক্ষেত্রে সর্বদা নিজের সেরা পরিষেবা দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দন্ত চিকিৎসকদের সমাজের জন্য কাজ করার বিরাট সুযোগ রয়েছে। মানুষের জন্য কাজ করার সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা আসবে সেই প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারও সর্বদা মানুষের উন্নয়নে কাজ করে চলছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে এখন একটি উন্নয়নমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা এখন সবকিছুতেই এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য এখন শিক্ষা, ক'ষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে চিকিৎসা সবকিছুতেই অগ্রণী। সারা রাজ্যে ৬টি জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। ত্রিপুরার ইন্টারনেট দেশের মধ্যে ত'তীয় শক্তিশালী ইন্টারনেট ব্যবস্থা। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও ত্রিপুরা অনেক এগিয়ে। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন আগামীতে আন্তর্জাতিকমানের হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকারের মূল মন্ত্রই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সার্বিক সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সম্পাদক ডা. সজল রায় মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনে যুবশক্তিকে মাঠে নামিয়ে বাজিমাত করতে চাইছে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। মিশন ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন। ত্রিপুরার দুটি আসনেই উপহার হিসাবে নরেন্দ্র মোদি কে তুলে দিতে চায় প্রদেশ বিজেপি। এই লক্ষ্যেই নয়া রণকৌশল সাজাচ্ছে বিজেপি। পূর্ব ত্রিপুরা আসন পেতে বিজেপি এখন মরিয়া হয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। সঙ্গে রয়েছে জোট সঙ্গী আইপিএফটি। তবে পূর্ব ও পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে একা প্রার্থী দেবে বিজেপি। সে ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতা করবে না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। তা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গেছে সম্প্রতি খুমুলুংএ জনসভা থেকে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্যে।

শুধু তাই নয় বিজেপির সদর কার্যালয় থেকেও একই সুরে জোরালো আওয়াজ পাহাড়ের অলিগলিতে পৌঁছে গেছে। তবে আগের মত আইপিএফটির ওপর ভরসা করে বিজেপি এবার লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করবে তাও ভাবার কারণ নেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন আইপিএফটি কে দোসর হিসাবে রেখে বিজেপির নিজেদের মতো করে রাজনৈতিক রণকৌশল সাজাচ্ছে। তবে মথার সঙ্গে যে আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক সমঝোতা হচ্ছে না তা স্পষ্ট হয়ে গেল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কথাতেই। তাই লোকসভা নির্বাচনের প্রথম মহড়া হিসাবে সম্প্রতি খুমুলুংএ বিজেপি এবং আইপিএফটি যুব সমাবেশ ঘিরে একপ্রকার শক্তির মহড়া হয়ে গেছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত।

বিশ্লেষকরা এও বলছেন এই শক্তি প্রদর্শন শুধু মাঠ ভরানোর বিষয় নয় তা থেকে জনজাতিদের কাছে বার্তা দেওয়া হল আতঙ্কের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন পাহাড়ে বিজেপি একের পর এক শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। খুমুলুং এর পর টাকারজলাতেও সমাবেশ করবে বিজেপি। এইভাবে উপজাতি কুড়িটি সংরক্ষিত আসনে একের পর এক সমাবেশ করে নিজেদের শক্তির জানান দেবে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার।

তারই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে শাসক দল। শুধু তাই নয় দল ভাঙ্গার খেলায় এখন উঠে পরে লেগেছে বিজেপি ও তার জোট সঙ্গী আইপিএফটি। প্রধানমন্ত্রীর ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে জনসংযোগ ও সমর্থন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে প্রতিদিন পাহাড়ে জনজাতিদের ঘরে ঘরে পৌঁছার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই কাজ শুরু করে দিয়েছে শাসক দল। এই লক্ষমাত্রাকে সফল করতে এবার বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপির জনজাতি মোর্চার নেতৃত্ব দের। সূত্রের খবর এবার পাহাড়ে বিজেপি রণকৌশল হবে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা। উল্লেখ্য এক সময় মাথার কর্মী সমর্থকরা শক্তি প্রদর্শন করে

পাহাড় নিজেদের দখল রাখার চেষ্টা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৩৮ ▫ ১২ জুন ২০২৩ইং ▫ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

জিডিপি বৃদ্ধি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সহমত

গত আর্থিক বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.২ শতাংশ, যাহা ২০২১-২২ অর্থবর্ষের তুলনায় কম। সেই বছর জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৯.১ শতাংশ। তবে গত বছরের নির্ধারিত জিডিপি বৃদ্ধির হার বাস্তবে আরও বাড়িবে বলিয়া মনে করিয়াছেন দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনন্ত নাগেশ্বরন। ভারত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে আরও যত তথ্য মিলিবে, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জিডিপি বৃদ্ধির হার আরও বেশি হইবে। তবে তাহার জন্য আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। ওই সময় পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই প্রকৃত হার নির্ধারিত

হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন তিনি। তাঁহার আরও দাবি, চলতি অর্থবর্ষের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জিডিপি বৃদ্ধির যে পূর্বাভাস দিয়াছে, তাহার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারও এক মত। গত এপ্রিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দাবি করিয়াছিল, চলতি আর্থিক বছরের শেষে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াইতে পারে ৬.৪ শতাংশ। তবে গত বৃহস্পতিবার আর্থিক নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠক শেষে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেন, তাঁহাদের পূর্বাভাস, ৬.৫ শতাংশে পৌঁছাইবে জিডিপি বৃদ্ধি। এদিন নাগেশ্বরন সেই কথা মনে করাইয়া বলেন, এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রকের পূর্বাভাস আরবিআইয়ের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। কারণ, দেশের যে আর্থিক পরিস্থিতি, তাহাতে অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও বিরূপ পরিস্থিতি আসিলেও সেই অগ্রগতি ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বলেন, দেশের সামগ্রিক চাহিদা করোনাকাল কাটাইয়া ফের আগের জায়গায় ফিরিয়াছে। তবে তাহা হইয়াছে মূলত শহরভিত্তিক চাহিদার উপর কেন্দ্র করিয়া।

বিগত কয়েক বছর ধরিয়াই দেশে আয়কর আদায় বাড়িয়াছে। সেই আদায় বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার যে তৃতীয় পক্ষের পেশ করা লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য, তাহা জানাইলেন অর্থমন্ত্রকের এক কর্তা। কলকাতায় ভারত চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব রামন চোপড়া বলেন, আয়কর আদায়ের ব্যাপারে বিগত আট থেকে দশ বছর ধরিয়াই সরকারের মনোভাব বদলাইয়াছে। এখন কর আদায়ের ব্যাপারে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট জোর করে না, বরং স্বেচ্ছায় কর আদায় হয়। তবে করদাতার এই স্বেচ্ছায় কর মিটানোর ইচ্ছাকে আরও উৎসাহ জুগাইয়াছে তৃতীয় পক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য। তিনি বুঝাইয়াছেন, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে আয়কর দপ্তরকে সাধারণ মানুষের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জুগাইয়া আসিতেছে, তাহা করদাতাকে স্বেচ্ছায় কর দিতে উৎসাহিত করিতেছে।

বর্তমানে আয়করদাতা ২৬এএস ফর্মটিতে তাঁহার আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য দেখিতে পান। পাশাপাশি টিডিএস সংক্রান্ত তথ্যও করদাতাকে পরিবেশন করা হয়। তাহার সাহায্যেই রিটার্ন দাখিল করিতে পারেন করদাতা। এখন সরকারের কাছে তৃতীয় পক্ষের থেকে সাধারণ মানুষের লেনদেন সংক্রান্ত যে যে তথ্য আসিতেছে, তাহার সবকিছুই তাঁহাদের জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। তাই কর দেওয়ার প্রবণতাও বাড়িয়াছে। কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়া ২২ শতাংশ করা হইয়াছে। নতুন সংস্থার ক্ষেত্রে তাহা আরও করাইয়া ১৫ শতাংশে নামানো হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরও যেভাবে আয়কর আদায় সার্বিকভাবে বাড়িতেছে, তাহার অন্যতম কারণ স্বেচ্ছায় কর মিটানোর ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, বছর আটেক আগে কেন্দ্রীয় সরকার ইনকাম ডিক্লারেশন স্কিম আনে, যেখানে সাধারণ মানুষকে কালো টাকাকে কর মিলাইয়া সাদা করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। এরপর নোটবন্দি হয়। তাহার পরই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সাধারণ মানুষের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য আয়কর দপ্তরকে সরবরাহ করিবার বিষয়ে জোর দেয় সরকার।'

মাতোশ্রীর আধিপত্য এখনও অক্ষুণ রয়েছে, এই ভীতি ভালো; অমিত শাহকে কটাক্ষ রাউতের

মুম্বই, ১১ জুন (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত। রবিবার কটাক্ষ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মাতোশ্রীর আধিপত্য এখনও অক্ষুণ রয়েছে, এই ভীতি ভালো। সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'নান্দেদে অমিত শাহের ২০ মিনিটের বক্তৃতায়, ৭ মিনিট তিনি শুধুমাত্র উদ্ধব ঠাকরেকে নিয়ে কথা বলেছিলেন, যার মানে মাতোশ্রীর আধিপত্য এখনও অক্ষুণ রয়েছে।'

এরপর সঞ্জয় রাউত যোগ করেছেন, 'শিবসেনা পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং দেশদ্রোহীদের নাম এবং প্রতীক দেওয়া হয়েছে। এর পরেও ঠাকরে ও শিবসেনার প্রতি ভয় দৃশ্যমান। এই ভীতি সত্যি ভাল।'

আবারও খড়গ্রামে অধীর চৌধুরী, তৃণমূলকে বিঁধে বললেন মধ্যযুগীয় অত্যাচারের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি আমরা

মুর্শিদাবাদ, ১১ জুন (হি.স.): আবারও মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। রবিবার সকাল ৯টার কিছু পরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নিহত কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখের বাড়িতে পৌঁছন অধীর। কথা বলেন নিহতের আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে। এর পর সাংবাদিক সামনে রাজ্যের শাসকদল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

অধীর বলেন, "এ তো মধ্যযুগীয় অত্যাচারের নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি আমরা। শিশুরা জানে না তাদের বাবা খুন হয়ে গিয়েছে। এই পাশবিকতার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? পঞ্চায়েত নির্বাচনের নামে এই বাংলার গরিব পরিবারের উপর পাশবিক অত্যাচার কেন হল? তার জবাব কারা দেবে? গত কাল আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। দেখলাম, এক জন বয়স্ক মহিলার হাতের অর্ধেকটা কেটে দেওয়া হয়েছে।"

অধীরের দাবি, "পুলিশ গড়িমসি কাটিয়ে দু'তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। আমরা পুলিশের কাছে দাবি করতে চাই, এই গ্রামে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হোক। এখানকার মানুষ আতঙ্কে আছেন এখনও। কারণ, যারা খুনি, তারা শক্তিশালী। দু'তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তাদের শক্তি কমে গিয়েছে এমন নয়। তারা সরকারি লোক। এই গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব প্রশাসনের।" বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। নিহত ফুলচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খড়গ্রামে প্রতিবাদ মিছিল করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান-উতোর। শনিবার খড়গ্রাম থানার রতনপুর-নলদ্বীপ গ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখের বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। রবিবার আবার সেখানে যান তিনি।

করিমগঞ্জের বদরপুরে অবৈধ পিস্তল সহ আটক তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন, (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুর পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিদেশে তৈরি তিনটি পিস্তল। এর সঙ্গে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগে সন্দেহভাজন তিন যুব-ডাকাতকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত তিন ডাকাতকে বদরপুর থানাধীন দত্তপুর গ্রামের সাব্বির আহমেদ, কবির আহমেদ এবং ধনলাল রবিদাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের হেফাজত থেকে একটি কার এবং একটি মোটর বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বিস্মৃতির অতলে বিচারপতি ডঃ রাধা বিনোদ পাল

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

(২৭/১/১৮৮৬ - ১০/১/১৯৬৭) প্রযুক্তি বিদ্যায় জগৎশ্রেষ্ঠ জাপান কিন্তু বাঙলার তিন মনীষীজন্মসিদ্ধ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্র বাঙলার চির সবুজ বীর সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং সর্বশেষ বাঙলার বিস্মৃতপ্রায় আর্নজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিচারক ডঃ রাধাবিনোদ পালের কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আজও। তাঁদের জীবন গাঁথা স্বর্ণাক্ষরে জাপানের ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত হয়ে আছে। টোকিও শহরের রাজপথে চলতে চলতে হঠাৎ যদি কোন গাউন পরিহিত মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস গোটা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ কর্তৃক চির অবহেলিত সেই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৃতি বঙ্গসন্তানটি আপনাকে অবাক বিস্ময়ে নিজ মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলবেন "দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল"। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

এই অসামান্য বাঙালি বন্ধুকে জাপান ভোলেনি এখনো। ১৯৬৬ সালে জাপানের সম্রাট হিরোহিতো তাকে ভূষিত করেছিলেন জাপানের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান কোক্কা কুনশোও বা First Order of the Secret Treasure প্রদান করে। তিনি বলেছিলেন-- 'যতদিন জাপান থাকবে, বাঙালি খাদ্যাভাবে, অর্থকষ্টে মরবে না। জাপান হবে বাঙালির চিরকালের নিঃস্বার্থ বন্ধু'। এই বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এক বাঙালির প্রতি জাপানের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। জাপানের নিহন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক LL.D উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। টোকিও এবং কিয়োটো শহরের মেট্রোপলিস গভর্নররা তাঁকে "ফ্রিডম অব দ্যা সিটি অব টোকিও ও কিয়োটো" সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। এবং এই শহরের দুটো জনবহুল সুপ্রশস্ত রাজপথের নামকরণও করা হয় তাঁরই নামে। তাঁর সম্মানার্থে ইয়াসুকুনি মঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে। টোকিওর সুপ্রীম কোর্টের সামনে বসানো আছে তাঁর গাউন পরিহিত মূর্তি। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে একটি গবেষণা কেন্দ্র। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কিংবদন্তীতুল্য মানুষটিকে ভারতবাসী এমন কি ইদানীং কালের বহু শিক্ষিত বাঙালি তাঁর নাম পর্যন্ত শুনেছেন কিনা সন্দেহ। বাঙালি যে কতটা আত্মবিস্মৃত জাতি তা এই ঘটনার দ্বারাই সুস্পষ্ট। নতুন করে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া শহরেরর প্রত্যন্ত দৌলতপুরের ছাতিয়ান গ্রামে একেবারে নিম্নবিত্ত মাতুলালয়ে ২৭ জানুয়ারি, ১৮৮৬ সালে রাধাবিনোদ পালের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক ভিটে ছিল শালিমপুর গ্রামে। বাবা ছিলেন কুমোর। রাধাবিনোদ শৈশবেই তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন। কারণ রাধা বিনোদ যখন শিশু, তখনই তার বাবা সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। রাধা বিনোদের শৈশব ও কৈশোর কাটে চরম দারিদ্রতার মধ্যে। অনেক সময় তাঁর পরিবারের কারো খাওয়াও পর্যন্ত জুটতো না। গ্রামের মাঠে রাধাবিনোদের একমাত্র কাজ ছিল মনের সুখে গরু চড়ানো। কথায় আছে ভোজন বিনে ভজন হয় না। খাওয়া জুটতো না তাই লেখাপড়ারও বালাই ছিল না। অভাবের সংসারে লেখাপড়া বিলাসিতা মাত্র। শালিমপুর গ্রামে তখনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি । সেই মাঠের অনতি দূরে ছিল ইমান আলী নামের এক শিক্ষানুরাগীর চেষ্টায় গড়ে ওঠা একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা। গরু চড়ানোর অবসরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি প্রায়ই মন দিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের পড়া শুনতেন। একদিন ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষক মহাশয় একটি অঙ্ক কষতে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। কিন্তু কেউই সেই অঙ্কের সমাধান করতে পারেনি। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাধাবিনোদ অনেক সাহস সঞ্চয় করে হঠাৎ বলে ওঠে --- মাষ্টার মহাশয় আমি করে দেব? অজ্ঞাত কুলশীল রাধাবিনোদের কথা শুনে মাষ্টার মহাশয় হতচকিত। মাষ্টার মহাশয় তাঁকে সস্নেহে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। রাধাবিনোদ অবলীলায় মাষ্টার মহাশয় প্রদত্ত অঙ্কটি সমাধান করেন। সেদিন তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে সেই জহুরি তুল্য শিক্ষক মহাশয় জোড় করে তাঁকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। আট বছর বয়সে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি হয় সেই শিক্ষক মহাশয়ের হাত ধরে। সেইদিনই ঘটে তাঁর জীবনের প্রথম পট পরিবর্তন। নিমেষে স্বপ্নের মতো বদলে যায় তাঁর গোটা জীবন। শিক্ষক ইমান আলীর কাছেই চলতে থাকে তাঁর জীবনের প্রাথমিক পাঠ। এই পাঠশালার নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় আশাতীত সফলতা প্রাপ্তির ফলে মাসিক দুই টাকা বৃত্তি পান রাধা বিনোদ পাল। নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার আশায় রাধা বিনোদকে তারপর তাঁর মা ও বোনকে নিয়ে যেতে হয় তার মাসির বাড়ি চুয়াডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গা গ্রামে।

এই সময় রাধাবিনোদ বোয়ালিয়া বাজারে মামার দোকানে কাজ করতে শুরু করেন। এই ভেবে, অন্তত তার থাকা খাওয়াটা যেন কোনমতে জুটে যায়। পেটের দায়ে রাধা বিনোদ দোকানে থেকেই কাজ করতেন দুই বেলা। আর স্কুলের সময় পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে সাত মাইল দূরে এম ই স্কুলে যেতে হতো তাকে। এই কারণে প্রায়ই ক্লাসে ঢুকতে দেরি হতো। অভাবের তাড়নায় এক সময় পড়াশোনা বন্ধ হওয়ারও উপক্রম হয়। তার মামা, মাসিরা একদিন বলেই বসে -- যথেষ্ট হয়েছে। আর তোর লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। এই সময় সংসার পরিচালন করার খাতিরে তাঁকে লেখাপড়া ছেড়ে স্থায়ী ভাবে চাকরি নিতে হয় মামারই মুদি দোকানে। কিছুদিন পর তাঁর মাসতুতো ভাই কৃষ্ণবন্ধুকে সেই একই স্কুলে ভর্তি করানো হয়। কৃষ্ণবন্ধুর পরিচারক হিসেবে রাখা হয় রাধাবিনোদকে। স্কুল ছুটির পরে কৃষ্ণবন্ধু যখন পালকীতে চেপে বাড়ি আসতো তখন পালকির পিছনে পায়ে হেটে আসতেন রাধা বিনোদ। তাঁর মা একদিন ছেলের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সেখানকার হৃদয়বান ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখে জানান যে, কেউ যেন রাধা বিনোদের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এক শুভানুধ্যায়ী ও শিক্ষানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তি তাঁর লেখাপড়ার দায়িত্ব নিজহস্তে তুলে নিয়েছিলেন। রাধা বিনোদ পাল ১৯০৩ সালে কুষ্টিয়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও ১৯০৫ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। এরপর এলাহাবাদ একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯০৭ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি গণিত বিষয়ে স্নাতক ও ১৯০৯ সালে স্নাতকোত্তর হওয়ার পর রাধা বিনোদ পালের শিক্ষকজীবন শুরু হয় ময়মনসিংহে, আনন্দমোহন কলেজের গণিতের শিক্ষক হিসেবে। তিনি আইন বিষয়ে লেখাপড়াও চালিয়ে যান। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সফলতা অর্জনের পরে দায়িত্ব পালন করেন কলকাতা ল কলেজের অধ্যাপক হিসেবেও। পরে তিনি ময়মনসিংহ কোর্টের আইনজীবী পদে নিযুক্ত হন। একাধারে শিক্ষক ও আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত থাকার পরও অসামান্য মেধাবী রাধা বিনোদ পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.এম. পরীক্ষায় ফার্স ক্লাস ফার্স হন। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রিও অর্জন করেন।

১৯৪১ সালে প্রথম তাকে ব্রিটিশ-ভারতের আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। এই দায়িত্বের পর তাকে পূর্ণ মর্যাদায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। সেই দায়িত্ব পালনের পরে তিনি ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেও তিনি কখনো নিজের গ্রামের কথা ভোলেননি। প্রতিক্ষণ তিনি নিজের শিকড়ের প্রতি দুর্বার টান অনুভব করতেন। তাই ব্যস্ততাময় কর্ম জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি পুনরায় ফিরে যান তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত আপন জন্মভিটে শালিমপুর গ্রামে। যদিও তিনি দেশ বিভাগের পর ভারতের নাগরিক হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজ গ্রামেই বসবাস করছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯ --- ১৯৪৫) পরাজয়ের পর জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। নিতে হয়েছিল যুদ্ধ অপরাধের সমস্ত দায়। সেই কারণে পরাজিত শক্তির (জাপান, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতির) শাসন ভার বর্তায় মিত্র শক্তির (এ্যামেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) উপর। মার্কিন জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের নির্দেশে যুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত জাপানিদের বিচারের জন্য গঠিত হয় "ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফার ইস্ট" অর্থাৎ টোকিও ট্রাইবুনাল নামে যা বিশেষ সুপরিচিত। ডগলাস ম্যাকআর্থার জাপানি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করেন। অভিযুক্ত করা হয় ২৮ জন জাপানি রাজনীতিবিদ, সামরিক ও সরকারি আধিকারিকদের। উক্ত ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন অস্ট্রেলিয়ান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম এফ ওয়েব। টোকিও ট্রাইব্যুনালের অন্যতম বিচারকদের মধ্যে ছিলেন বাঙলার সুমহান ও কৃতি সন্তান ডঃ রাধা বিনোদ পাল। ট্রাইব্যুনালে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নেদারল্যান্ড মিলিয়ে ১১টি দেশের ১১ জন বিচারককে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডঃ রাধা বিনোদ পাল। ইতিমধ্যেই তৎকালীন গোটা উপমহাদেশেই তার বিচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ রায়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

টোকিও গিয়ে রাধা বিনোদ পাল উপলব্ধি করলেন তাঁকে মূলত সমতার জন্যই রাখা হয়েছে। বিচারক হিসেবে তার দায়িত্ব এক প্রকার লোক দেখানোর মতো। তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এক অতি সাধারণ হোটেলে। অন্য বিচারকদের জন্য ছিল আলিশান ব্যবস্থা। যাই হোক রাধা বিনোদ পাল জানতেন জাপান যুদ্ধ অপরাধী। কিন্তু জাপানও যে ভয়াবহ যুদ্ধ অপরাধের শিকারী তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তিনি টোকিও ট্রাইব্যুনালে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন এই বলে — "জাপানকে এককভাবে যুদ্ধ অপরাধের জন্য দায়ী করা হলে এটি হবে চরমতম অবিচার। কারণ বাকি দেশগুলোও ভয়াবহভাবে যুদ্ধ অপরাধে সমান দোষী। এর অন্যতম উদাহরণ ছিল হিরোশিমা নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ। হিরোশিমায় প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার এবং নাগাসাকিতে প্রায় ৭৪ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। যুদ্ধাপরাধের জন্য যদি জাপানের বিচার করতে হয় তবে বাকিদেরও বিচার করতে হবে"।

ঐতিহাসিক দিনটি ছিল ইংরাজি ১২/১১/১৯৪৮। টোকিওর এক বিশাল বাগান বাড়িতে হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জাপানের প্রধানমন্ত্রী সহ মোট পঞ্চান্ন জন যুদ্ধ অপরাধীর বিচার। বিচার নয় বিচারের নামে প্রহসন। সবই সুচারু রূপে পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা যাকে বলে। জাপানকে যেন-তেন প্রকারেন দোষী সাব্যস্ত করাই ছিল বিজয়ী পক্ষের প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য। এই বিচারের রায় ছিল মোট ১ হাজার ২৩৫ পৃষ্ঠার। রাধা বিনোদ পাল তার রায়ে শেষের দুটি ক্ষেত্রে তীব্র আপত্তি তোলেন। তিনি আত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান "জাপান যখন যুদ্ধে গিয়েছিল তখন এই অপরাধের জন্য কোনো আইন প্রবর্তন করা ছিল না। এই আইন প্রবর্তন তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে। যুদ্ধ চলাকালীন জাপানের এই আইন সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সুতরাং বর্তমানে নিজেদের স্বার্থে তৈরী এই আইন তাঁর আগের অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। জানা এবং অজানা অপরাধের মধ্যে থাকে বিস্তর ব্যবধান"। ট্রাইব্যুনালের অধিকাংশ বিচারক যুদ্ধ অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং শান্তিবিরোধী অপরাধের দায়ে জাপানের নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করলেও রাধা বিনোদ পালের রায় ছিল তাদের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী এবং জাপানের সপক্ষে।

সেদিন ডঃ রাধা বিনোদ পালের মন্তব্য শুনে নেদারল্যান্ড ও ফিলিপাইন দেশের বিচারকেরা জাপানের বিরুদ্ধে দেওয়া নিজেদের রায় পুনর্বিচারের পক্ষে সম্মতি জানান। বলাবাহুল্য জাপানের পক্ষে বিচারক রাধা বিনোদ পালের রায়ের জন্যই ঐ ট্রায়ালে উপরোক্ত দুই দেশের বিচারক জাপানের পক্ষ নিয়ে রায় দিয়েছিলেন এবং বিচারক রাধা বিনোদ পালের প্রদত্ত রায়ে প্রভাবিত হয়ে তাদের রায় কিছুটা নমনীয় করেছিলেন। বাকি দেশের বিচারকেরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়, অটল ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের রায় বদল করেননি। তারা প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন তুলেছিল-- যদি জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলা না হতো তবে জাপান আত্মসমর্পণে রাজি হতো না। কিন্তু রাধা বিনোদ পাল প্রমাণসহ যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন - পারমাণবিক বোমা হামলা না করলেও জাপান আত্মসমর্পণে রাজি হতো। তিনি আরো বলেছিলেন-- হিরোশিমা নাগাসাকিতে যে হামলা হয়েছে তা ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকান্ড বলে বিবেচিত। জাপানকে যদি সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করা হয় তবে মিত্র শক্তিদের আরও চরম শাস্তি পাওয়া উচিত। এই কথা শ্রবণ মাত্র গোটা বিচারক গোষ্ঠী রাগে ফুঁসে উঠেছিল। কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন বিজয়ী মিত্রশক্তির ভাড়া করা বিচারক। সেই হেতু বিচারক রাধা বিনোদ পাল জাপানের পক্ষপাতীত্ব করায় তাকে পশ্চিমা এবং মিত্রশক্তি বিদ্বেষী হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল। মূল রায় ও পর্যবেক্ষণ ছিল ১২৩৫ পৃষ্ঠার যা অবশেষে ৮০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিচার চলেছিল বহুদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হওয়ার পরে ১৯৪৮ সালে এই বিচার শেষ হয়। বলাবাহল্য রাধা বিনোদ পালের এই রায় সারা বিশ্বে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। মূলত বিচারক রাধাবিনোদ পালের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই জাপান সেদিন বড় ধরনের যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগ থেকে চিরতরে মুক্তি পায়। সেদিন রাধা বিনোদ পাল প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায়ের ফলে জাপান নিজেদের অপরাধ অনেকটাই লাঘব করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই রায়ে অভিযুক্ত ২৮ জনের মধ্যে ১২ জন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিককে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৪ জনকে সাইবেরিয়া অঞ্চলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল এবং ২ জনকে যথাক্রমে ২০ ও ৭ বছর করে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এমন কি জাপান বিশাল অংকের ক্ষতিপূরণ থেকেও বেঁচে গিয়েছিল। রাধা বিনোদ পালের দেওয়া এই রায় বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক রায়ের মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিল। ডঃ রাধা বিনোদ পালের রায় জাপানকে সহিংসতার দীর্ঘ পরম্পরা ত্যাগ করে সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশে প্রধানতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাধা বিনোদ পাল কেবল রায়ের মধ্য দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। বিচারের চার বছর পরে অর্থাৎ ৬/৮/১৯৫২ তারিখে হিরোশিমার শান্তি স্মৃতি উদ্যানে দাঁড়িয়ে পারমাণবিক বোমা হামলার অষ্টম বার্ষিকীতে জাপানিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন এই বলে"যদি আবার জাপানিরা যুদ্ধে জড়ায় তবে হিরোশিমার সেই নৃশংসতায় নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতি করা হবে চূড়ান্ত অবমাননা ।

পরবর্তীকালে বিচারক রাধা বিনোদ পালের এই বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল জাপানিরা। সেই বছরই জাপান বিচারের রায় কায়মনোবাক্যে স্বীকার করে নিয়ে সান ফ্রান্সিসকো শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর ফলে জাপানের দখল ছেড়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। জাপানিরাও তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, "জাপান কখনোই আর যুদ্ধে জড়াবে না এবং সব সময় শান্তির পক্ষে থাকবে"। অনেকটা কলিঙ্গ যুদ্ধ জয়ের পরে সম্রাট অশোকের নেওয়া শপথ গ্রহণের সামিল -- 'অসু পুত্র প্রপৌত্র মে নবমবিজয়মমা বিজ্জেতব্যম অর্থাৎ এখন থেকে আমার পুত্র প্রপৌত্র কেহই নতুন কোন সামরিক বিজয়ে অগ্রসর হবে না। সেই থেকে শুরু হয় জাপানের শান্তির সূচনা। আজকের জাপানের উন্নতির পেছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল বিচারক ডঃ রাধা বিনোদ পালের। তারা সেই অবদান ভোলেনি কখনো। তাই ২০০৭ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে ভারত সফরে এসে রাজ্যসভার অধিবেশনে দাঁড়িয

মতুয়া মন্দির কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, শান্তনু ঠাকুরকে আক্রমণ অভিষেকের

বনগাঁ, ১১ জুন (হি. স.) : নবজোয়ার কর্মসূচিতে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মতুয়াদের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরে ঢুকতে পারলেন না অভিষেক। যা নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দেন তৃণমূল সাংসদ। বলেন, "মতুয়া মন্দির কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। চাইলে ৫ মিনিটে মন্দিরে ঢুকতেই পারতাম।"

রবিবার সকাল থেকেই ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে অশান্তির বাতাবরণ ছিল। বেলা যত গড়িয়েছে, ততই মতুয়া সম্প্রদায়ের নিজেদের বিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বনগাঁর ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে ঠাকুরনগর যাওয়ার আগেই তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মূলত গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা নিয়ে সেসময় পথে নেমেছিলেন মতুয়ারা। অভিষেকের ঠাকুরবাড়ি আসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল উচ্চারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ফের বিক্ষোভ দেখান মতুয়াদের একাংশ। মতুয়ারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ করে দেন। তাতে অভিষেক গিয়ে মূল মন্দিরে ঢুকতে পারেননি। তিনি মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম সেরে বেরিয়ে সোজা চলে যান ঠাকুরবাড়িতে। মতুয়া সম্প্রদায়ের বড়মা প্রয়াত বীণাপানি দেবীর ঘরে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান। সেখানে বসে কিছুক্ষণ কথা বলেন।

এরপর বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "আমাকে আটকাতে বিজেপি বদ্ধপরিকর। সকাল থেকে মন্দির ঘিরে রেখেছি। চাইলে ৫ মিনিটে মন্দিরে ঢুকতেই পারতাম। কিন্তু তা করিনি। মন্দির রাজনীতি করার জায়গায় নয়। এখানে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না আমার। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম। আমার কর্মসূচি এখান থেকে দূরে, হাবড়ায়। এই মন্দির শান্তনু ঠাকুরের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। মানুষের শ্রদ্ধা আর আবেগের জায়গা। যা করলেন ওঁরা, তার জবাব চাইবে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন।"

অভিষেক ঘুরে চলে গেলে, গোবর-জল দিয়ে ঠাকুরবাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকা শোধন করা হবে বলে আগেই জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। যা নিয়ে সুর চড়ান অভিষেক। বলেন, 'মতুয়া মন্দির কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সকাল থেকে বিজেপির লোকেরা মন্দির ঘিরে রেখেছে। মতুয়া-মাটিকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করছেন শান্তনু ঠাকুর, জবাব দেবে মানুষ। তিন মাস পর আবার আসব ঠাকুরবাড়িতে, পারলে ঠেকাবেন।' এর আগে, অভিষেককেও একের পর এক আক্রমণ করেন শান্তনু ঠাকুর।

এদিন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাড়ি সফরের আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে উপস্থিত হয় রাজ্য পুলিশ। তা দেখেই ছুটে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ ও ঠাকুর বাড়ির সদস্য শান্তনু ঠাকুর। 'বাড়িতে পুলিশ কেন, অভিষেক কে', প্রশ্ন তোলেন তিনি। অভিযোগ, এর পর রাজ্য পুলিশের কর্মীদের সরিয়ে দেন শান্তনু। ঠাকুরবাড়িতে ভোটের আগে আসতেই বা হবে কেন, বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শান্তনু বলেন, 'অভিষেক কে? কোন মন্ত্রী ও ? বাংলার মন্ত্রী না কেন্দ্রের? এত সাজগোজ হচ্ছে, মন্ত্রী এলেও হয় না, প্রধানমন্ত্রী যখন এসেছিলেন, তখনও হয়নি। ও কে? সাধারণ সাংসদ। ওর লোকসভায় এসব হোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে, সাংসদ হিসেবে অভিষেক কে ? সূর্য্যের আলোয় চাঁদ যেমন আলোকিত হয়, ও তাই হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ও যেমন সাংসদ, আমিও সাংসদ। ভোটের আগে ঠাকুরবাড়িতে এই মুহূর্তে কী আছে ?'

ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল, ব্যাহত মেট্রো চলাচল

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.) : ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল ধরা পড়েছে। রবিবার বিকেলে ময়দান স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের ফাটলটি চোখে পড়ে। যার জেরে টালিগঞ্জ থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ফের ব্যাহত মেট্রো চলাচল। এবার ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল ধরা পড়েছে। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ ময়দান মেট্রো স্টেশনের ডাউন লাইনে ফাটলটি নজরে আসে। তখনই মেট্রো কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে এই ভাবে পরিষেবা দেওয়া যাবে না। তবে গোটা পরিষেবা তাঁরা বন্ধ করেননি। ফাটলের অংশটি মেরামতির পাশাপাশিই নিউ গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। অন্য দিকে গিরীশ পার্ক থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্তও মেট্রো চলবে। কিন্তু যে অংশে মেট্রো চলাচল বন্ধ রয়েছে, সেখানে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেকেই জানতেন না যে এমজি রোড থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ। ফলে নাকাল হতে হয় তাঁদের, ভরসা করতে হয় বাসে।

পরিষেবা কখন স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট কিছু বার্তা দিতে পারেননি মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

সঙ্গে সঙ্গে ওই লাইনে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল মেট্রো। এই ঘটনার জেরে জেরে টালিগঞ্জ থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চলছে।

আজ থেকে হাইলাকান্দির পিএম কিষান শিবির

হাইলাকান্দি (অসম) ১১ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার সব কয়টি জিপি কার্যালয়ে সোমবার ১২ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত পিএম কিষান এর জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বৈধ পিএম কিষান হিতাধিকারীদেরকে তাদের ১৪ নম্বর কিস্তি নিশ্চিত করতে প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিবির চলবে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের উদ্যোগে।

যেসব হিতাধিকারীরা এখন পর্যন্ত পিএম কিষানের সঙ্গে আধার লিঙ্ক এবং ই কেওয়াইসি করারনি, জমির তথ্য জমা দেননি, বা ব্যাংক একাউন্টের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করাতে পারেননি, তাদেরকে নিজ নিজ আধার কার্ড এবং আধার কার্ডের সঙ্গে সংযোগ থাকা মোবাইল ফোন, ব্যাংক পাসবুক এবং জমির তথ্যের জেরক্স কপি নিয়ে শিবিরে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জেলার যে মূল ১৭টি জিপির জন্য ছয়টি স্থানে যে শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলি হল ভাটিরকুপা, বোয়ালিপার, গাংপার-ধুমকর জিপির জন্য ১২ জুন বোয়ালিপার জিপি কার্যালয়ে, কাঞ্চনপুর সিরিষপুর ও চন্ডিপুর উজানকুপা জিপির জন্য ১৩ জুন বেসিক চৌরঙ্গীতে অবস্থিত ১৪০ নম্বর নারায়নপুর এলপি স্কুলে শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

অনুরূপভাবে ১৪ জুন কারিছড়ার ৭৪১ নম্বর রজনীকান্ত এলপি স্কুলে মনিপুর-নিসকর জিপি এবং দারিয়াঘাট কারিছড়া জিপির শিবির, ১৫ জুন ঘাড়মুড়ার সর্বানন্দপুর এমভি স্কুলে মোহাম্মদপুর জয় কৃষ্ণপুর জিপি টানটু ধ্বনিপুর জিপি এবং নিজ বার্নারপুর সর্বানন্দপুর জিপির শিবির, ১৬ জুন বাঁশডর-বড়হাইলাকান্দি জিপি কার্যালয়ে মাটিজুরি জিপি, সুদর্শনপুর-বন্দুক মারা জিপি, বাশডর-বড়হাইলাকান্দি জিপির শিবির, এবং ১৭ জুন চিপরসাঙ্গন হাইস্কুলে চন্ডিপুর জিপি, উত্তর কৃষ্ণপুর জিপি ও চিপরসাঙ্গন জিপির শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

পাশাপাশি জেলার আরো ৪৫টি জিপির বিভিন্ন স্থানে ১২ এবং ১৩ জুন এ ধরনের আরো শিবির চলবে। শিবিরগুলি সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত চলবে।

রেল দুর্ঘটনায় নিহতদের মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা শিলচরে

শিলচর (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : উড়িষ্যার বালেশ্বরে বিভীষিকাময় রেল দুর্ঘটনায় নিহতদের মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন শিলচরবাসী। আজ হাতে মোমবাতি নিয়ে শিলচরের ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শহরের মানুষ। নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়।

অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য তপোধীর ভট্টাচার্য্য, প্রদীপ দত্তরায়, স্বর্ণালী চৌধুরী, কিশোর ভট্টাচার্য্য, শিহাব উদ্দিন আহমেদ, সাংস্কৃতিক কর্মী অজয় রায়, কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট নাগরিক শক্তি বিকাশ রায়, হিল্লুল ভট্টাচার্য্য, তপন রায় বর্মন, আব্দুল হাই লস্কর, সজীব রায়, মধুসূদন কর, শর্মিষ্ঠা চাকি, সত্যজোতি দে, আলীরাজা ওসমানী, বিশ্বজিৎ দাস, অরিন্দম দেব, মন্মথ নাথ, সাধন পুরকায়স্থ , নীলমাধব দাশ, শান্তি কুমার সিংহ, রাজেশ সিনহা, সহ শহরের প্রায় শতাধিক লোক এই ভাব গম্ভীর পরিবেশে জড়িত হয়েছিলেন।

বিগত মাসে রেকর্ড উপার্জন পঞ্জীয়ন করেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে

গুয়াহাটি, ১১ জুন, (হি.স.) : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের মে মাসে ডিএইচআর-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ উপার্জন ও যাত্রী সমাবেশ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসে ৩.৫৭ কোটি টাকার কাছাকাছি এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ মাসিক রাজস্ব উপার্জনের রেকর্ড করেছে ডিএইচআর। ২০২২ সালের মে মাসে ৩.১৯ কোটির তুলনায় এটি প্রায় ১১.৯২ শতাংশ অধিক। অধিক জয়রাইড পরিষেবা চালু করার ফলে এই বর্ধিত উপার্জন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই পিক সিজনের সময় এই সেকশনে পর্যটকদের বিশাল সমাবেশ এবং যাত্রী ট্র্যাফিক বৃদ্ধি ঘটায় উপার্জনও বৃদ্ধি পায়।

২০২৩-এর মে মাসে রেকর্ড সংখ্যক ৩০,৩০৩ জন যাত্রীর সমাবেশ রেজিস্টার্ড করা হয়েছিল, যা এক মাসের জয়রাইড ট্রেনের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। ২০২২-এর মে মাসে রেজিস্টার্ড করা ২৬,৯০৯ জন যাত্রী সমাবেশের তুলনায় এটি ১২.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-এর মে মাসে জয়রাইড ট্রেনে গড় যাত্রী সমাবেশ ছিল ৯২০ জন।

ডিএইচআর-এ বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের মধ্যে দৈনিক ট্রেন পরিষেবার পাশাপাশি দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে জয়রাইড পরিষেবা চলছে। এছাড়াও ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে স্টিম জাঙ্গল টি সাফারি, রেড পান্ডা, হিম কন্যা ইত্যাদির মতো বিশেষ পরিষেবা চালু করা হয়েছে। চার্টার ট্রেন, স্পেশাল ফিল্ম শুটিং ট্রেন, হেরিটেজ ডাইনিং কারের মতো কিছু আকর্ষণীয় পরিষেবাও ডিএইচআর দিয়ে থাকে। ডিএইচআর-এ অধিক পর্যটক আকর্ষিত করতে দার্জিলিঙে একটি নতুন কোচ রেস্টুরেন্ট এবং কার্শিয়াঙে একটি ঐতিহ্যবাহী রেস্টুরেন্ট খোলা হয়েছে।

দেশ ও বিদেশে ডিএইচআর-এর প্রচারের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটনের উন্নয়নের জন্য নতুন কোচ ও নতুন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। দার্জিলিং স্টেশনকে হেরিটেজ টাইপ উইন্ডো, কাঞ্চনজংঘা ভিউ পয়েন্ট ইত্যাদি নতুন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আপগ্রেড করা হয়েছে। ঘুম স্টেশনের আপগ্রেডও প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। এর সংরক্ষণ ও ঐতিহ্যবাহী মান প্রচারের উদ্দেশ্য স্টেকহোল্ডার, ট্যুর অপারেটর, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ প্রমুখের সাথে নিয়মিতভাবে সমন্বয় স্থাপন করা হচ্ছে।

ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল, ব্যাহত মেট্রো চলাচল

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.) : ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল ধরা পড়েছে। রবিবার বিকেলে ময়দান স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের ফাটলটি চোখে পড়ে। যার জেরে টালিগঞ্জ থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ফের ব্যাহত মেট্রো চলাচল। এবার ময়দান স্টেশনে ডাউন লাইনে ফাটল ধরা পড়েছে। রবিবার বিকালে ময়দান স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের ফাটলটি চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওই লাইনে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল মেট্রো। এই ঘটনার জেরে জেরে টালিগঞ্জ থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চলছে।

বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বাড়াতে কাজ করেছে মোদী সরকার : অমিত শাহ

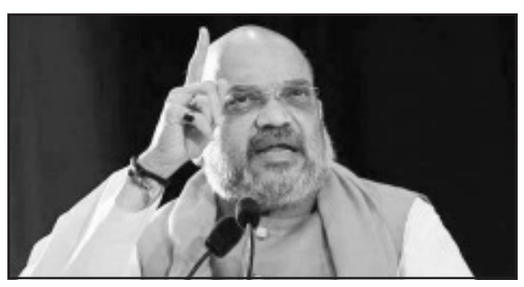

ভেল্লোর, ১১ জুন (হি. স.) বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বাড়াতে কাজ করেছে মোদী সরকার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। মোদী সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার তামিলনাড়ুর ভেল্লোরের একটি জনসমাবেশ থেকে অমিত শাহ বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বাড়াতে কাজ করেছে এবং ভারতকেও নিরাপদ করতে কাজ করেছে। এছাড়াও নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে এবং সংসদ ভবনে তামিলনাড়ুর চোল রাজ্যের সেঙ্গোল স্থাপন করা হয়েছে।

অমিত শাহ আরও বলেছেন, বিগত ১০ বছর ধরে, তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস এবং ডিএমকে সরকার ১২ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারীতে জড়িত। আর ৯ বছরে মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই। অমিত শাহ আরও বলেন, মোট ১৮ বছর ধরে, ডিএমকে হয় ইউপিএ-র অংশ ছিল অথবা তামিলনাড়ু শাসন করেছিল। অতএব, তাদের বলতে হবে কেন তারা মাদুরাইতে এইমস তৈরি করতে পারেনি?

মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে আয়ুষ্মান কার্ড বন্টন

হাইলাকান্দি (অসম) ১১ জুন (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে আয়ুষ্মান কার্ড বন্টনের সূচনা করবেন। বেলা দুইটায় জেলাশাসকের সভাকক্ষে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হিতাধিকারীদের হাতে এই কার্ডগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেবেন অভিভাবক মন্ত্রী।

সোমবার হাইলাকান্দিতে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা

হাইলাকান্দি (অসম) ১১ জুন (হি.স.) : রাজ্যের জল সম্পদ ও তথ্য জনসংযোগ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা দুই দিনের হাইলাকান্দি সফরসূচি নিয়ে সোমবার হাইলাকান্দি আসছেন। তিনি সোমবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটে হাইলাকান্দি পৌঁছে দলীয় কার্য্যসূচিতে অংশ নেবেন। এরপর সন্ধ্যা পাঁচটায় শিলচরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে শিলচরের রাত্রি যাপন করবেন। মঙ্গলবার তিনি সকাল দশটায় হাইলাকান্দি ফিরে আসবেন। এরপর তিনি দলীয় কার্য্যসূচিতে অংশ নেবেন। বেলা দুইটায় তিনি দিসপুরের উদ্দেশ্যে হাইলাকান্দি ত্যাগ করবেন।

মতুয়া ধাম মন্দিরে হামলার অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১১ জুন (হি.স.): পুলিশের উপস্থিতিতেই মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ি, পবিত্র শ্রীধাম মন্দিরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে লিখেছেন, পুলিশের সামনেই মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ি, পবিত্র শ্রীধাম মন্দিরে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা হামলা চালিয়েছে। আমি মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি; অনুরোধ করছি দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন এবং সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘ এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং পদাধিকারীদের সুরক্ষা প্রদান করুন।

জলপাইগুড়ির বানারহাটে উলটে গেল মাছবোঝাই গাড়ি, দেদার লুট বাসিন্দাদের

বানারাহাট, ১১ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাটে উলটে গেল মাছবোঝাই গাড়ি। মাছবোঝাই গাড়ি উলটে আহত হয়েছেন তিনজন। তবে তাঁদের সাহায্য না করে সেই মাছ লুট করতেই আগ্রহ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাটের মোরাঘাট চৌপথি সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে। পিছনের চাকা ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে উলটে গেল মাছবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান।

জানা গেছে, গড়িটি শিলিগুড়ি থেকে অসম যাওয়ার পথে ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় চালক সহ গাড়িতে থাকা মোট তিনজন আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। গাড়িটি উলটে যাওয়ায় গাড়িতে থাকা মাছের কার্টন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দা ও পথ চলতি মানুষের মাছ নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মাছ নিতে আসা বাসিন্দাদের আটকাতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে। পরবর্তীতে গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

গাড়ির চালক অমিত হাজরা জানান, গাড়িটি জাতীয় সড়কে এসে একটি টোটোকে পাশ কাটাতে গেলে পিছনের চাকা ফেটে যায়। ফলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। গাড়িতে আলাদা আলাদা কার্টনে প্রায় দেড় টন ছোট মাছ ছিল।

অভিষেক পৌঁছনোর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে ঠাকুরনগরে বিক্ষোভ মতুয়াদের

বনগাঁ, ১১ জুন (হি. স.) জোয়ার কর্মসূচিতে এই মুহূর্তে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় রয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার অভিষেকের "নবজোয়ারের" অনুষ্ঠান ঠাকুরনগরে।

তবে তিনি পৌঁছনোর আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের করা মন্তব্য নিয়ে মতুয়াদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। হাতাহাতির পর বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দির। ঠাকুরবাড়ির নাট মন্দিরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় মতুয়া সমর্থকরা। এমনকি কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ও অভিষেককে উদ্দেশ্য করে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান।

অভিষেক আসার আগেই গোটা ঠাকুরবাড়ি-ঠাকুরনগর চত্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ও অভিষেকের বিরুদ্ধে পোস্টার ছেয়ে যায়, মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে পোস্টার লাগায় মতুয়ারা। এ বিষয়ে স্থানীয় এক মতুয়া নেতৃত্ব বলেন, "অভিষেক কোন হনু, আমাদের ধর্মের গুরু কে অপমান করেছে মুখ্যমন্ত্রী, ওনাকে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে, নইলে কোনও ক্ষমা নেই।"

অভিষেক আসার আগেই ব্যারিকেড দিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। বিক্ষোভের পর ব্যারিকেড ভেঙে মন্দিরের দরজা আটকে দেয় মতুয়ারা।

পাশাপাশি মতুয়াদের অন্য এক পক্ষ মন্দির খোলা দাবি জানালে মতুয়াদের দু"পক্ষের মধ্যে বসচা বাধে, তখনই মতুয়াদের দু"পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

এবিষয়ে বনগাঁ লোকসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর সাংবাদিকদের জানান, শান্তিপূর্ণ নবজোয়ার কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছিল, বিজেপি এই অনুষ্ঠাকে বানচাল করার জন্য এই অশান্তির সৃষ্টি করেছে।

যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুরর জানিয়েছেন, বিজেপি কিছুই করেনি, মতুয়াদের ধর্মগুরুদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত। সেটা না করে লোক দেখানো কর্মসূচি করতে আসছে অভিষেক।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বিনা মেকআপেও জেল্লা

চলতি বছরের অন্যতম বিতর্কিত ছবি "দ্য কেরালা স্টোরি"-তে অভিনয় করার পর থেকেই অভিনেত্রী অদা শর্মাকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এক দিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়, অন্য দিকে তাঁকে নিয়ে দর্শকের উতাহও বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।

অভিনেত্রী কী পছন্দ করেন, তাঁর জেল্লাদার ত্বকের রহস্য কী, এই সব কিছু নিয়েই এখন আগ্রহ প্রকাশ করছেন সবাই। সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে অদা জানিয়েছেন, একটা সময় নিজের রূপ নিয়ে খোঁটা শুনতে হয়েছিল তাকে। নাক সুন্দর করার জন্য নাকের অস্ত্রোপচার করিয়ে নেওয়ার উপদেশও শুনতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। এখন অভিনেত্রীর সৌন্দর্য রহস্য জানতেই আগ্রহ সমগ্র দেশবাসী! কিন্তু অদার এই জেল্লার রহস্য কী? ঠিক কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেন তিনি? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

জল পান শরীর হাইড্রেট রাখতে সারা দিনে প্রচুর জল পান করেন অদা। পর্যাপ্ত জল পানে শরীরে জলের ঘাটতি হয় না, পাশাপাশি শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। ফলে ত্বক থাকে তরতাজা এবং জেল্লাও হয় দেখার মতো। ত্বকে আর্দতার অভাব হয় না।

ত্বক পরিষ্কার রাখেন রাতে শুতে যাওয়ার আগে নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করেন অভিনেত্রী। ত্বকে লেগে থাকা ধুলো-ময়লা, মেকআপ পরিষ্কারের জন্য একটি ক্লিনজিং রুটিন ফলো করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী মাইল্ড ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন। তার পর টোনার ব্যবহার করেন তিনি। ময়েশ্চারাইজিং ত্বকের শুষ্ক-রুক্ষভাব দূরে রাখার জন্যে তিনি নিয়মিত ময়েশ্চরাইজ করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী একটি ভাল মানের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন অভিনেত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা বছরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাইলেই ত্বকের নানা সমস্যার সমাধান হতে পারে। সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন

সূর্যের ক্ষতিকারক ড্ঝ রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য বারো মাস সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন অদা। ঘর থেকে বেরোনোর আগে তিনি সর্বদা সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন অভিনেত্রী।

ত্বক এক্সফোলিয়েট করা - ত্বকের উপর মরা চামড়ার আস্তরণ পড়ায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। এই কারণেই ত্বকের গভীর পর্যন্ত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য স্ক্রাব ব্যবহার করা খুবই জরুরি। স্ক্রাব ব্যবহার করার ফলে ত্বকের মৃত কোষ, ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইট হেডস দূর হয়ে ত্বক মসৃণ হয়। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সপ্তাহে এক বা দু'বার ত্বক এক্সফোলিয়েট করেন অভিনেত্রী। নিজের ত্বকের ধরন অনুযায়ী জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করেন তিনি।

চুলের যত্ন - চুলের যত্নে নিয়মিত তেল লাগান এবং মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করেন অদা। চুলে কখনই হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন না অভিনেত্রী। যতটা সম্ভব হাওয়ায় চুল শুকানোর চেষ্টা করেন তিনি। শরীরচর্চা সুস্থমসবলভাবে বাঁচতে গেলে নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শরীরচর্চা করলে ত্বকের জেল্লাও বাড়ে। অভিনেত্রী অদা শর্মাও কিন্তু এই বিষয়টি সব সময় গুরুত্ব দেন। নিজেকে ফিট এবং সুস্থ রাখতে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করেন তিনি। যোগব্যায়াম, নাচ এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সুস্থ রাখেন।

চুলে তেল মালিশ করুন, চুল ওঠা কমবে, লম্বাও হবে দ্রুত

চুলের হাল ফেরাতে শ্যাম্পু, সিরাম, কন্ডিশনার, হেয়ার মাস্ক, আরও কত কিই না আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তারপরেও চুলের সমস্যা যেতেই চায় না কিছুতে। আসলে চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে চুলকে পুষ্টি দেওয়াটা খুব জরুরি। তার জন্য বিভিন্ন প্রোডাক্ট ব্যবহারের পাশাপাশি চুলে তেল মাখারও দরকার আছে।

৫টি সেরা চুলের তেল যা গ্রীষ্মের জন্য উপযুক্ত -শুষ্ক চুলে প্রাণ ফেরানো, চুল পড়া ও ডগা ফাটা রোধ, চুলের গোড়া মজবুত করা, সবেতেই তেলের জুড়ি মেলা ভার। অনেকেরই ধারণা, গরমের সময় চুলে তেল দিলে মাথার তালু এবং চুল আরও চিটচিটে হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। চুলে পুষ্টি যোগাতে গরমের দিনেও তেল ম্যাসাজ করা জরুরি। নাহলে চুলের বারোটা বাজতে বেশি সময় লাগবে না। দেখে নিন, গরমের দিনে কোন কোন তেল চুলে ব্যবহার করতে পারবেন।

আমন্ড অয়েল - চুল পড়া কমাতে আমন্ড অয়েলের জুড়ি মেলা ভার। ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর আমন্ড অয়েল চুলে পুষ্টি যোগায়, চুলের গোড়া মজবুত করে, শুষ্কভাব কমায়, চুল ফাটা রোধ করে। নিয়মিত আমন্ড অয়েল ব্যবহারে চুলের বৃদ্ধি হয় এবং আরও ঘন হয়।

জোজোবা তেল - গরমে চুলের যত্নে সবচেয়ে সেরা জোজোবা অয়েল! চুলে ও স্ক্যাল্পে পুষ্টি যোগায় এই তেল। মাথায় অতিরিক্ত তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। স্ক্যাল্প সুস্থ রাখে এবং স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

নারকেল তেল - নারকেল তেল সবসময়ই চুলের জন্য সেরা। চুলের বিভিন্ন সমস্যা নিমেষেই নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে এই তেল। চুলে পুষ্টি যোগায়, গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায়, খুশকি ও শুষ্কভাব রোধ করে, চুল ময়েশ্চারাইজ করে।

অ্যাভোকাডো তেল - অ্যাভোকাডো তেলে রয়েছে ভিটামিন এ, বি, ডি এবং ই এর মতো অনেক পুষ্টি উপাদান। এই গরমে ঘাম জমে মাথার ত্বকে সংক্রমণ দেখা দেয়। স্ক্যাল্পের সংক্রমণ কমাতে অত্যন্ত উপকারী এই তেল। চুলের আগা ফাটার সমস্যা দূর করতেও অ্যাভোকাডো তেলের জুড়ি মেলা ভার।

অলিভ অয়েল - অলিভ অয়েল অন্যান্য তেলের মতো ঘন নয়, খুবই হালকা। তাই সহজেই মাথার ত্বকে মিশে যায় এবং চুল চটচটও করে না। চুলের আর্দতা বজায় রাখতে, খুশকি দূর করতে অলিভ অয়েল খুব উপকারী। এ ছাড়াও, চুলের রুক্ষ-শুষ্কভাব দূর করে এবং ডগা ফাটা রোধ করে এই তেল।

আর্গান তেল - আর্গান তেলে রয়েছে ভিটামিন ই এবং ফ্যাটি অ্যাসিড। যা চুল ভাল রাখতে সাহায্য করে, চুলে পুষ্টি যোগায় এবং জেল্লা বাড়ায়। অন্য তেলের তুলনায় আর্গন অয়েল বেশ হালকা। গরমে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ তেল এটি।

রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ, সুগার বাড়বেই না

ক্রিস্পি, চটপটা খাবার খেতে কে না ভালবাসেন! ঘি, মাখন এসব ছাড়া যেন মুখেই রোচে না খাবার। কিন্তু এই তেলে ভর্তি, ঘিয়ে চ্যাপচ্যাপে খাবার যে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, তা সকলেই জানেন। তার উপর আজকালকার দিনে ডায়াবেটিসের মতো রোগ ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছে। রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাসা বাঁধছে আরও নানা সমস্যা। তবে অতিরিক্ত চিন্তার কিছু নেই! নিয়ম মেনে চললে আর নির্দিষ্ট কিছু খাবার খেলেই সামলে নেওয়া যেতে পারে রক্তে সুগারের মাত্রাকে। রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে শরীরে কি ধরণের সমস্যা হয়, তা সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি জানি। কিন্তু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সমস্যাটি হল, ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ, শরীরচর্চা এবং খাওয়া-দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে বটে, কিন্তু ডায়াবেটিসের সমস্যাকে কখনওই পুরোপুরি ভাবে নিরাময় করা সম্ভব হয় না। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবেটিস মানেই খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ, ইনসুলিন ইঞ্জেকশন। সবসময়েই রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরোয়া উপায়ে সুগারকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আয়ুর্বেদে বলে সুগার বা মধুমেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে কাঁচা হলুদ হল মহৌষধ। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে সুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ, আখের গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান। এতে রক্তে শর্করা যেমন নিয়ন্ত্রণে থাকবে তেমনই ক্যানসারের ঝুঁকিও কমবে। কালোজিরেও ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে। কালোজিরেতে পটাশিয়াম, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল রয়েছে। এর পাশাপাশি এতে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, অ্যামাইনো অ্যাসিড আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্যকে অনেকটাই ভাল রাখে। এ ছাড়াও কালোজিরে হজম শক্তিকেও বাড়িয়ে তোলে।

এই চিকেন কারিতে নেই ক্যালোরি

যাঁরা চিকেন খেতে ভালবাসেন, তাঁরা সবসময় নতুন পদের সন্ধানে থাকেন। কিন্তু ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে পিছু পা হয়ে যান। যদিও ওয়েট লসের ডায়েটে চিকেন থাকে। চিকেন হল প্রোটিনের ভরপুর উত। তাছাড়া এই খাবার ক্যালোরির পরিমাণ কম। এমনকী কার্বসও

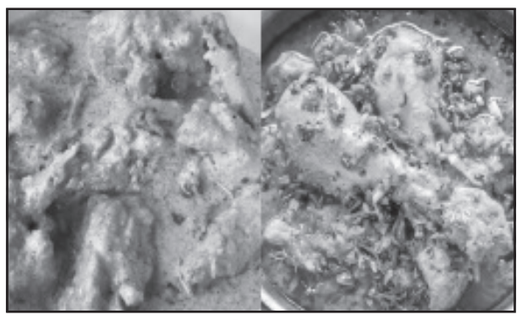

কম। কিন্তু যখনই আপনি মুখরোচক উপায়ে চিকেন রান্না করে খান, তখনই ক্যালোরির পরিমাণ বেড়ে যায়।

তাই চিকেনের এমন রেসিপি জানতে হবে, যা খেলেও আপনার ওজন বাড়বে না। এমনই ২টি রেসিপির খোঁজ রইল আপনার জন্য।

দই চিকেন

দই চিকেন তৈরি করার জন্য প্রয়োজন ৩ কাপ টক দই নিন। এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো, রসুন বাটা, গরম মশলা, হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়র নিন। এবার এই দই মিশিয়ে দিন ১/২ কেজি চিকেনে। এতে কাঁচা লঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন।

আধ ঘণ্টা পর কড়াইতে তেল গরম করুন। এর মধ্যে ২টো পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম হওয়া অবধি ভাল করে ভেজে নিন। এর অল্প নুন মিশিয়ে দিন, এতে পেঁয়াজ দ্রুত ভাজা হয়ে যাবে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে টমেটো মিশিয়ে দিন। মশলা ভাল করে কষা হয়ে গেলে এবার এতে ম্যারিনেট করা মাংসটা ঢেলে দিন। পরিমাণমতো নুন মিশিয়ে দিন। মাংস ভাল করে কষে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলেই তৈরি টক দই। উপর দিয়ে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন টক দই।

বাটার চিকেন

কড়াইতে তেল গরম করুন। এতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ ফোড়ন দিন। এবার এতে রসুন বাটা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ বাদামী হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার পেঁয়াজ ভাজার সঙ্গে টমেটো ও টক দই মিশিয়ে মিক্সিতে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার কড়াইতে এক পলা তেল গরম করুন। এবার এতে কাঁচা চিকেন দিয়ে ভাল করে ভাজতে থাকুন। মাংসটা অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে এলে এবার এতে পেঁয়াজ বাটার মিশ্রণটা মিশিয়ে দিন। এবার এতে স্বাদমতো নুন, লাল লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, হলুদ ও কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে দিন। মাংসটা ভাল করে কষতে থাকুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে উপর দিয়ে অল্প মাখন ও ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। তৈরি বাটার চিকেন।

প্রাকৃতিক উপাদানে বলিরেখা উধাও হবে

সময়ের সঙ্গে বার্ধক্য আসে দেহে। তখন তার ছাপ পড়ে চোখে-মুখেও। চাইলেও আপনি কোনওভাবেই বার্ধক্যকে আটকাতে পারবেন না। কিন্তু সময়ের আগে যাতে বলিরেখা জোরাল না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আর এই কাজটা শুরু করতে হবে স্কিন কেয়ার দিয়ে। সাধারণত ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে স্কিন কেয়ার রুটিন।

কিন্তু বলিরেখা, দাগছোপ এড়াতে গেলে প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যও নিতে হবে। প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বক মালিশ করতে হবে, যাতে আপনার ত্বক দেখায় সতেজ ও যৌবনে ভরপুর। কিন্তু এই ত্বকের বার্ধক্য রুখতে কোন কাকে বেছে নেবেন বুঝতে পারছেন না? রইল ৩ প্রাকৃতিক উপাদানের খোঁজ।

জোজোবা অয়েল- জোজোবা অয়েল ত্বক ও চুলের জন্য দারুণ উপকারী। এই তেল তৈরি হয় এক ধরনের আমেরিকান বাদাম থেকে। রাতে ঘুমনোর আগে কয়েক ফোঁটা জোজোবা অয়েল নিয়ে ত্বকে মালিশ করতে পারেন। এটি ত্বক পরিষ্কার করে, ত্বকের আর্দভাব বজায় রাখে এবং মুখ থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে। জোজোবা অয়েল ত্বকের উপর প্রতিরক্ষামূলক স্তর গঠন করে, যাতে দূষণের জেরে আপনার ত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়। এটি ব্রণ ও শুষ্ক ত্বকের সমস্যাকে দূরে রাখে। এই তেল আপনি চুল ও নখেও ব্যবহার করতে পারেন।

বেদানা- বেদানা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমায় এবং ফ্রি র‍্যাডিকেলের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং ত্বকের বার্ধক্যকে রুখে রাখে। বলিরেখা মুক্ত ত্বক পেতে চাইলে বেদানার রস মুখে মাখতে পারেন। বেদানার রসের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের প্রদাহ কমায়। পাশাপাশি বেদানার রস ত্বকের কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকেও বাঁচায়। এতে বাড়ে ত্বকের আয়ু। বেদানার রস দিয়ে ফেসপ্যাক, স্ক্রাব বানিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। গ্রিন টি- গ্রিন টিয়ের মধ্যে 'মিরাকেল' উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধে সাহায্য করে। গ্রিন টিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টই ক্যানসার প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ওজন কমানো ও সুন্দর ত্বক গঠনে সাহায্য করে। দিনে ৩-৪ কাপ গ্রিন টি পান করলে এসব উপকারিতা পাবেন। এছাড়াও গ্রিন টিয়ের ব্যাগ চোখের উপর রাখতে পারেন। এতে চোখের কালি উধাও হবে। পাশাপাশি গ্রিন টিয়ের তৈরি ফেসপ্যাক, টোনার ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

বলিরেখা রুখতে রাতে বিশেষ যত্ন নিন ত্বকের

বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরে, মুখে ফুটে ওঠে বলিরেখা। কিন্তু বয়সের আগেই যদি বার্ধক্যের লক্ষণগুলো জোরাল হতে শুরু করে, তাহলে আপনার নড়েচড়ে বসা উচিত। চোখে-মুখেই প্রথমে বয়সের ছাপ পড়ে। চোখের কোণ জুড়ে কালি চওড়া হতে থাকে। কপালে দেখা দেয় বলিরেখা। এমনকী গালের চামড়া ঝুলে পড়ে এবং গলাতেও বলিরেখা দেখা দেয়।

এগুলো বয়সের আগেই যদি দেখা দিতে শুরু করে, তাহলে জানবেন আপনার স্কিন কেয়ার ও লাইফস্টাইলে গলদ রয়েছে। বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করতে গেলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং সঠিক স্কিন কেয়ার রুটিন মেনে চলতে হবে। আর প্রয়োজন চাপমুক্ত জীবন। স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল নাইট ক্রিম। যেমন রাতে ঘুম ভাল না হলে ত্বকের সমস্যা বাড়বে, তেমনই সঠিক নাইট ক্রিম বাছাইও ভীষণ জরুরি। সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ বাজারচলতি নাইটক্রিমের উপর ভরসা রাখেন। কিন্তু সেসব নাইট ক্রিমের দাম আকাশছোঁয়া। অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। তাহলে কি নাইট ক্রিম ব্যবহার করবেন না? একদম নয়। বরং, নাইট ক্রিম বানিয়ে নিন বাড়িতে। তাও কোনও খরচ অনুযায়ী। কীভাবে

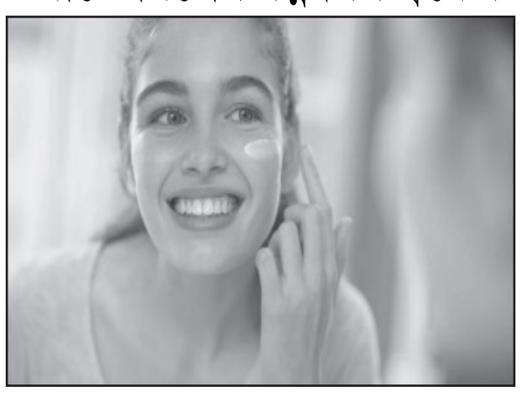

নাইট ক্রিম বাড়িতে বানাবেন, রইল টিপস।

১) অ্যালোভেরা জেল নাইট ক্রিম

অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে প্রদাহের হাত থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। ত্বকের সমস্যা এড়াতে এবং বার্ধক্যকে রুখতে আপনি রাতে মুখে অ্যালোভেরা জেল মাখতে পারেন। এছাড়া অ্যালোভেরা জেলের কার্যকারিতা বাড়াতে বানিয়ে নিতে পারেন নাইট ক্রিম।

২-৩ চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১-২ চামচ গোলাপ জল, ১ চামচ আমন্ড অয়েল এবং ৭-৮ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিন। একটি কাচের পাত্রে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে গোলাপ জল ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর একে-একে আমন্ড অয়েল ও ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিলেই তৈরি নাইট ক্রিম। এবার এই নাইট ক্রিম ফ্রিজে রেখে দিন।

২) গোলাপ জল ও কোকো বাটার ক্রিম

রোজের জীবনযাত্রায় গোলাপ জল অনেকেই ব্যবহার করেন। এবার গোলাপ জলকে নাইট ক্রিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন কোকো বাটার, মধু ও আমন্ড অয়েল। এই মিশ্রণটা বানিয়ে নিয়ে অবশ্যই ফ্রিজে রাখবেন। এই নাইট ক্রিমও আপনাকে ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করবে।

বয়স বাড়তেই মুখে স্পষ্ট বলিরেখা

উজ্জ্বল ও নিখুঁত ত্বকের জন্য হাজার টাকা খরচ করতেও রাজি থাকেন তরুণীরা। কিন্তু ৩০-এর কোঠা পার করার পরই চোখে-মুখে দেখা যায় বার্ধক্যের চাপ। সময়ের সঙ্গে ত্বকেরও বয়স বাড়ে। তাই চোখের কোণে চামড়া কুঁচকে যায়। কপালে জোরাল হতে থাকে বলিরেখা। এই লক্ষণগুলোই জানান দেয় যে, আপনার ত্বকের একটু বেশি যত্ন নিতে হবে।

আর এই যত্ন নিতে গিয়ে অনেকেই নামীদামি ক্রিম বেছে নেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্র্যান্ডেড ক্রিমের পিছনে খরচ না করে, ঘরোয়া প্রতিকারের উপর ভরসা রাখতে। ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার নতুন বিষয় নয়। কিন্তু যখন কথা হচ্ছে, অ্যান্টি-এজিং স্কিন কেয়ার নিয়ে, সেখানে কী ব্যবহার করলে সেরা ফল মিলবে, তা অনেকেরই অজানা। বিশেষজ্ঞদের মতে, টক দই দিয়ে ত্বকের যত্ন নিলে বার্ধক্যকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন।

গরমে টক দই স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। একইভাবে, ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধেও সাহায্য করে টক দই। টক দইয়ের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। এই উপাদান

ওপেন পোরসের সমস্যা দূর করে এবং বলিরেখা ও সূক্ষ্মরেখা প্রতিরোধ করে। তাছাড়া টক দইয়ের মধ্যে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে। এতে ত্বকের উপর জমে থাকা মরা কোষ দূর করে দেয়। তাই টক দই মাখলে আপনি ত্বকের জেল্লাও ধরে রাখতে পারবেন।

ত্বকের বার্ধক্য মানে শুধু যে বলিরেখা, দাগছোপ তা নয়। ত্বকের বয়স বাড়লে প্রদাহও বাড়তে থাকে। আর এই প্রদাহ কমাতে ব্র্যান্ডেড ক্রিম খুব বেশি কার্যকর হয় না। কিন্তু টক দই মাখলে আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে নিমেষে। টক দইয়ের মধ্যে জিঙ্ক রয়েছে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি টক দই ব্রণ উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। এছাড়া ত্বকের আর্দতা বজায় রাখে টক দই।

ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে যে ভাবে টক দই ব্যবহার করবেন-

১) এক চামচ টক দই নিন। এতে মধু মিশিয়ে নিয়ে ত্বকের উপর ভাল করে লাগিয়ে নিন। ১০-১৫ মিনিট রাখুন। তারপর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই উপায়ে সহজেই আপনি ত্বকের প্রদাহ কমাতে পারবেন এবং ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে পারবেন।

২) ত্বকের সমস্যা প্রদাহ ও বার্ধক্যের লক্ষণগুলো কমাতে টক দইয়ের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই উপায়ে মুখে টক দই মাখলে আপনি সহজে ট্যানও দূর করতে পারবেন। এই ফেসপ্যাক আপনাকে এনে দেবে কোমল ত্বক।

ত্বকের হরেক মুশকিল আসান করবে টক দই

একদিকে সংসারের কাজ, অন্যদিকে অফিস। সারা দিন ঘরে-বাইরের কাজ সামলাতে গিয়ে নিজের যত্ন নেওয়ার ফুরসত মেলে না। কাজেই আলাদাভাবে ত্বকের পরিচর্যা করারও প্রশ্ন ওঠে না। দিনের পর দিন এ ভাবে অবহেলার কারণে ব্রণ, ট্যান, ব্যাশ, লালচেভাব, কালচে দাগছোপের মতো নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ঘাটতি পড়ে।

ত্বকের এই সব সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে টক দই। ব্রণ থেকে দাগছোপ, যে কোনও সমস্যায় দারুণ উপকারী দই। টক দইয়ের প্যাক মাখলেই, ত্বকের একগুচ্ছ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন একসঙ্গে।

দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের মরা চামড়া অপসারণ করে। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ ত্বকে ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমায়। এ ছাড়াও, দই জিঙ্ক সমৃদ্ধ, যা ত্বকে

তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রদাহ কমায়। দই ব্যবহারে ত্বক হাইড্রেট থাকে এবং জেল্লা বাড়ে। দেখে নিন, গরমে ত্বকের পরিচর্যায় টক দই কী ভাবে ব্যবহার করবেন।

দইয়ের ফেস মাস্ক

এক টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পরে হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস মাস্ক ত্বককে হাইড্রেট করে, ত্বকের প্রদাহ কমায়।

দই এবং ওটমিল বডি স্ক্রাব

টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিল মিশিয়ে নিন। স্নানের সময় এটি বডি স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করুন। এই স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোষ দূর করবে। ফলে দেহের ত্বক আরও নরম ও মসৃণ হয়ে উঠবে।

দই এবং শসা আই মাস্ক

শসা গ্রেটকরে এক টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চোখের নীচের অংশে দই-শসার মিশ্রণটি লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখুন। এতে চোখের ফোলাভাব এবং কালো দাগছোপ কমবে।

ভাঙড়ে তৃণমূলে যোগ প্রায় ১০০ আইএসএফ কর্মীর

ভাঙড়, ১১ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ভাঙন আইএসএফ শিবিরে। ভাঙড়ের ভোগালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১০০ জন আইএসএফ কর্মীর যোগ দেন ঘাসফুল শিবিরে। তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লা, আরাবুল ইসলামদের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন ওই আইএসএফ কর্মীরা। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে যোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন আইএসএফ থেকে তৃণমূলে আসা কর্মীরা।

পঞ্চায়েত ভোটের আগেও দলবদল অব্যাহত রইল বঙ্গ রাজনীতিতে। উত্তর ২৪ পরগনার ভাঙড়ে ১০০ জন আইএসএফ কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লা, আরাবুল ইসলামদের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন ওই আইএসএফ কর্মীরা। রবিবার ভাঙড়ের কাঁঠালিয়ার একটি কর্মিসভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল। সেই সভা থেকেই হয়েছে এই যোগদান।

তৃণমূলে যোগ দেওয়া আইএসএফ কর্মীরা মূলত ভাঙড়ের ভোগালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। শাহাজাহান মোল্লা ও তারিকুল মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগ দেন শতাধিক আইএসএফ কর্মী।

রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে যোগ দিতেই এই দলবদল করেছেন বলে জানিয়েছেন আইএসএফ থেকে তৃণমূলে আসা কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, ‘‘আইএসএফের সঙ্গে থাকলে এলাকার কোনও উন্নয়ন করতে পারব না। তাই তৃণমূলে যোগদান করেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে দল করব।’’

এই যোগদানের পর তৃণমূল নেতা সওকত মোল্লা বলেছেন, ‘‘আগামীদিনে দেখবেন আইএসএফের সঙ্গে কোনও লোক থাকবে না।

সকলেই তৃণমূলের ছত্র ছায়ায় আসবেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে থাকবে।’’

দলবদলের প্রসঙ্গে আইএসএফ নেতা রাইনুর হক বলেন, ‘‘আইএসএফ ছেড়ে কেউই তৃণমূলে যায়নি।

ওই এলাকায় যারা তৃণমূল কংগ্রেস করতেন তারাই আবার লোক দেখিয়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। ভাঙড়ের মানুষ আইএসএফের সঙ্গেই আছে।’’

মতুয়াদের ২ গোষ্ঠীর বিবাদে বন্ধ করা হল মূল মন্দির

বনগাঁ, ১১ জুন (হি. স.) জোয়ার কর্মসূচিতে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মতুয়াদের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরে বন্ধ করে দেওয়ায় সেখানে ঢুকতে পারলেন না অভিষেক।

রবিবার সকাল থেকেই ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে অশান্তির বাতাবরণ ছিল। বেলা যত গড়িয়েছে, ততই মতুয়া সম্প্রদায়ের নিজেদের বিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বনগাঁর ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে ঠাকুরনগর যাওয়ার আগেই তুমুল বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মূলত গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা নিয়ে সেসময় পথে নেমেছিলেন মতুয়ারা। অভিষেকের ঠাকুরবাড়ি আসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল উচ্চারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ফের বিক্ষোভ দেখান মতুয়াদের একাংশ। মতুয়ারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ করে দেন। শুধু তা-ই নয়, ঠাকুরনগর বন্ধ করা হয় মূল মন্দির, ভাঙা হয় তোরণ। মন্দির বন্ধে ঠাকুরনগরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। তাতে অভিষেক গিয়ে মূল মন্দিরে ঢুকতে পারেননি। তিনি মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম সেরে বেরিয়ে যান। পরে পুজো দেন পাশের মন্দিরে। যান বীণাপানি দেবীর ঘরে। মতুয়া সম্প্রদায়ের বড়মা প্রয়াত বীণাপানি দেবীর ঘরে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান। এদিন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেরনোর সময় উঠল চোর স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে থাকেন, ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চোর।’ কেউ আবার সুর চড়িয়ে বলেন, ‘কয়লা চোর, গরু চোর।’ ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

অন্যদিকে আজ শান্তনু অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত হন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়াও। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ শান্তনু ঠাকুরের। ঘটনাস্থলে যান বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। পাল্টা তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ শান্তনু ঠাকুরের অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

জি-২০ : সোমবার থেকে গোয়ায় শুরু হচ্ছে তিন দিনের সাই শীর্ষ সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে, গোয়ায় তিন দিনের সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশনস -২০ শীর্ষ সম্মেলন সোমবার শুরু হচ্ছে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। এর আয়োজন করছে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল - ক্যাগ। জি-২০ সদস্য দেশগুলির অডিট সংস্থার একটি গোষ্ঠী হলো এই সাই।

আগামীকাল সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন ক্যাগ গিরিশ চন্দ্র মুর্মু। অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, সৌদি আরব, তুর্কি, বাংলাদেশ সহ বেশ কিছু দেশের অডিট গোষ্ঠী ছাড়াও আমন্ত্রিত দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে।

এতে মূলত সমুদ্র অর্থনীতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তৃণমূল নেতা বাসির মোল্লার জেল হেফাজত

ডোমকল, ১১ জুন (হি. স.) অস্ত্র সহ গ্রেফতার তৃণমূল নেতা বাসির মোল্লার জেল হেফাজত। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে পিস্তল-সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়া তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বাসির মোল্লার জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ১২৫/১/বি অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হয়েছে। রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বহরমপুর জেলা আদালতের বিচারক তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। যদিও ওই সময় আদালত কক্ষে সরকারি আইনজীবী না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারক। অভিযোগ, তদন্তকারী আধিকারিকদের তরফেও আদালতে কোনও নথি পৌঁছয়নি।

ধৃত তৃণমূলের ওই অঞ্চল সভাপতির কাছ থেকে শুধু অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রই নয়, ৪ রাউন্ড গুলিও মিলেছে। অন্য দিকে শুনানির সময় ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন না। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারক। এমনকি, শুনানির সময় পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আবেদনও পেশ করা হয়নি বলে আদালত সূত্রে খবর।

শনিবার, পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় ডোমকলে। বামেদের অভিযোগ, তারা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে বিডিও অফিসের সামনে আটকে দেন তৃণমূলের লোকজন। এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। এর পরেই এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। সকাল ১১টা নাগাদ মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য বাম এবং কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা ব্লক অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন। তাঁদের আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। কিছু ক্ষণের মধ্যে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ডোমকল বিডিও অফিস চত্বর। উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। এর কিছু ক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরও পুলিশ বাহিনী। পুলিশ লাঠি চালালে ছত্রভঙ্গ সংঘর্ষকারীরা এদিক-ওদিক দৌড় দেন। তখনই এক সংঘর্ষকারীকে তাড়া করে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চত্বরে পৌঁছে যায় পুলিশ। তাঁকে তল্লাশি করে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। পরে জানা যায়, তিনি সারাংপুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি। নাম বাসির মোল্লা। অন্য দিকে, বাসিরের কুকাজের দায় নিতে চায়নি তৃণমূল। দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, আইনের আইনের পথে চলবে। দল এমন কাজের বিরোধী।

ধৃত তৃণমূলের ওই অঞ্চল সভাপতির কাছ থেকে শুধু অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রই নয়, ৪ রাউন্ড গুলিও মিলেছে। অন্য দিকে শুনানির সময় ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন না। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারক। এমনকি, শুনানির সময় পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আবেদনও পেশ করা হয়নি বলে আদালত সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় ডোমকলে। বামেদের অভিযোগ, তারা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে বিডিও অফিসের সামনে আটকে দেন তৃণমূলের লোকজন। এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। এর পরেই এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। সকাল ১১টা নাগাদ মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য বাম এবং কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা ব্লক অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন। তাঁদের আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। কিছু ক্ষণের মধ্যে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ডোমকল বিডিও অফিস চত্বর। উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। এর কিছু ক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরও পুলিশ বাহিনী। পুলিশ লাঠি চালালে ছত্রভঙ্গ সংঘর্ষকারীরা এদিক-ওদিক দৌড় দেন। তখনই এক সংঘর্ষকারীকে তাড়া করে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চত্বরে পৌঁছে যায় পুলিশ। তাঁকে তল্লাশি করে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। পরে জানা যায়, তিনি সারাংপুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি। নাম বাসির মোল্লা। অন্য দিকে, বাসিরের কুকাজের দায় নিতে চায়নি তৃণমূল।

দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, আইনের আইনের পথে চলবে। দল এমন কাজের বিরোধী।

নকশালবাড়িতে দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ১১ জুন (হি. স.) :নকশালবাড়িতে দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার কুমারসিং জোত এলাকায়। রবিবার সকালের এই র ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম কবিতা সিংহ(১৫)। তিনি নন্দ প্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। কিশোরীর বাবা দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে অন্য যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক অশান্তির জেরেই ওই কিশোরী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান পুলিশের। মৃত কিশোরীর কাকিমা চন্দনা সিংহ বলেন, মেয়েটির বাবা, মা সঙ্গে ছিল না। তাই আমাদের কাছেই মেয়েটি মানুষ হচ্ছিল। গতকাল রাতে খাওয়া দাওয়া করে দুই বোন এক সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। সকালে ছোট বোন ঋত্বিকা সিংহ ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যায়। অন্যদিকে, কবিতা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাকে ডাকাডাকি করা হলে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তারপরই দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। দেহ উদ্ধার করে দ্রুত নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেশের মধ্যে এই প্রথমবার, দিল্লিতে জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ১১ জুন নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে, দেশের প্রথম জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করেছেন।

দক্ষতা বৃদ্ধি কমিশন আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল লক্ষ্য হল সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সারাদেশে সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার সকালে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলন কেন্দ্রে, প্রথম জাতীয় প্রশিক্ষণ কনক্লেভের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণও দেবেন। সিভিল সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে শাসন প্রক্রিয়া এবং নীতি বাস্তবায়নের উন্নতির সমর্থক হলেন প্রধানমন্ত্রী। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত, সিভিল সার্ভিসেস ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর জন্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম — ‘মিশন কর্মযোগী’ সঠিক মনোভাব, দক্ষতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত নাগরিক পরিষেবা প্রস্তুত করার জন্য চালু করা হয়েছিল। এই কনক্লেভ এই লক্ষ্যে আরও একটি পদক্ষেপ।

সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, রিজিওনাল এবং জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক হাজার ৫০০টিরও বেশি প্রতিনিধি এই কনক্লেভে অংশ নিচ্ছেন।

প্রয়াণ বার্ষিকীতে বিপ্লবী জননেত্রী লীলা রায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কলকাতা, ১১ জুন (হি.স.): বিপ্লবী জননেত্রী লীলা রায়ের রবিবার ৫৪-তম মৃত্যু দিবস। কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী এবং ভারতীয় গণ পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিকন্যা এবং শিক্ষা সংস্কারক হিসেবেও ছিলেন পরিচিত। দেবাশিস কুমার বলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের স্মরণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেশের ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারি।

কর্ণাটকে এবার বিনামূল্যে বাস পাবেন মহিলারা

বেঙ্গালুরু, ১১ জুন (হি.স.): নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রবিবার থেকে কর্নাটকের মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করল কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। ’’’’শক্তি যোজনা’’’’-র অধীনে কেএসআরটিসি ও বিএমটিসি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রার সূচনা করেছন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারমাইয়া বলেছেন, আগে ৩০ শতাংশ মহিলা বাসে যাতায়াত করতেন, যা বিজেপি সরকারের আমলে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। তাঁরা চায়নি যে মহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসুক।’

কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের তরফে ভোটারদের যে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার একটি হল ‘শক্তি যোজনা’। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য উপভোক্তারা এই প্রকল্পের যাবতীয় সুবিধা পাবেন। বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ফলে মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের ভালো করতে পারবেন না : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে দিল্লির রামলীলা ময়দানের জনসভা থেকে কেজরিওয়াল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের ভালো করতে পারেন না, তিনি প্রতিদিন জেগে ওঠেন এবং দিল্লিতে যে কাজগুলি হচ্ছে তা বন্ধ করে দেন...। দিল্লিতে যে অধ্যাদেশ আনা হয়েছে, তা অন্যান্য রাজ্যেও আনা হতে চলেছে আমি এই তথ্য পেয়েছি...।’

কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, দিল্লির জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে মোদী সরকার। এই প্রথমবার দেশ এমন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে, যে সুপ্রিম কোর্টকে মানে না, গলি গলিতে চর্চা চলছে, মোদীজির কী হয়েছে? এত অহঙ্কার? কেজরিওয়ালের কথায়, যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে তিনি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত মানেন না, তখন একে হিটলারিজম বলে। মোদীজির কালো অধ্যাদেশ বলছে-আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি না, দিল্লির ভিতরে এখন স্বৈরাচার চলবে। এখন জনতা সুপ্রিম নয়, উপ-রাজ্যপাল সুপ্রিম।

মুম্বইয়ের দাদরে গাছে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত দুই, আহত আরও ৩ জন

মুম্বই, ১১ জুন (হি.স.): মুম্বইয়ের দাদর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারল একটি বেপরোয়া গাড়ি। গাছের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে প্রবল গতিতে ছুটে আসা গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু’’’জনের, আহত আরও ৩ জন। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯, ৩৩৮ ও ৩০৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। দাদর পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার মুম্বইয়ের দাদর এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে। গাড়িতে ৫ জন ছিলেন, পার্টি শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৫ জনের মধ্যে দু’’’জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভাগলপুর রেল স্টেশনে ভিআইপি গেস্ট রুমে আগুন, কেউ হতাহত হননি

ভাগলপুর, ১১ জুন (হি.স.): বিহারের ভাগলপুর রেল স্টেশনে আগুন লাগল ভিআইপি গেস্ট রুমে। রবিবার দুপুরে ভিআইপি অতিথিশালায় আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

রেলওয়ে অফিসার সত্যেন্দ্র কুমার বলেছেন, আজ ভাগলপুর রেল স্টেশনের ভিআইপি গেস্ট রুমে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, এবং কোনও হতাহতের ঘটনা নেই। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

তৃণমূল প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র হোম ডেলিভারি হচ্ছে, টুইটে বিস্ফোরক শুভেন্দু

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.) পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। শাসক ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই মনোনয়ন পত্র তুলতে পৌঁছে যাচ্ছেন বিডিও অফিসে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বিরোধী প্রার্থীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তবে তৃণমূলের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র ‘হোম ডেলিভারির’ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে এ নিয়ে একটি টুইট করেছেন বিজেপি বিধায়ক। সেই টুইটে তিনি সরকারি কর্মচারীদের ‘তৃণমূলের কর্মচারী’ হিসাবেও কটাক্ষ করেছেন। মনোনয়ন পত্র তুলতে গিয়ে বিরোধীরা কী ভাবে সরকারি কর্মীদের অসহযোগিতার শিকার হচ্ছেন, সেই অভিযোগও করেছেন শুভেন্দু। বিষয়টি নিয়ে বাঁকুড়া জেলার একটি ব্লক অফিসে মনোনয়ন পত্র তোলা সংক্রান্ত ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। যদিও ওই ভিডিয়ো সংক্রান্ত শুভেন্দু অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল।

মনোনয়ন সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে করা টুইটে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, ‘‘তৃণমূল গুন্ডাদের বাধা পেরিয়ে বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়ন তুলতে বিডিও অফিসে পৌঁছলে তাঁদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। তাঁরা ভাগ্যবান হলে দীর্ঘ সময় পর মনোনয়ন পত্র এবং ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট) পাচ্ছেন। না-হলে বলা হচ্ছে, এখন কাজের সময় পেরিয়ে গিয়েছে, পরের দিন আসুন বা মনোনয়নের ফর্ম পর্যাপ্ত নেই।’’ কিন্তু রাজ্যের শাসক তৃণমূলের জন্য এই নিয়ম খাটছে না বলে অভিযোগ করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। এ নিয়ে তিনি টুইটে পোস্ট করা ভিডিয়ো প্রসঙ্গে শুভেন্দু লিখেছেন, ‘‘ভিডিয়োয় বাঁকুড়া জেলার সালতোড়া ব্লকের তিলুরির তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সালতোড়া বিডিও অফিস থেকে অগুণতি মনোনয়ন পত্র ও ডিসিআর তুলছেন।’’ তৃণমূলের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন পত্র ‘হোম ডেলিভারির’ ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ শুভেন্দুর।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন বিজেপি বিধায়ক। এ প্রসঙ্গে শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরি বলেছেন, ‘‘শালতোড়া ব্লকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে গোছ গোছ ডিসিআর ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিজেপির প্রার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়েও ডিসিআর ফর্ম পাননি।’’

যদিও বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের শালতোড়া ব্লক সভাপতি সন্তোষ মণ্ডল। তিনি বলেছেন, ‘‘উনারা মিথ্যা বলছেন। কেউ চক্রান্ত করে যদি ভিডিয়ো ভাইরাল করে আমরা কী করব। ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি, সবাইকে ডিসিআর দেওয়া হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভাবেই তা হয়েছে।’’

মুর্শিদাবাদে ফের উদ্ধার বোমা, ভাঙড়েও মিলল বস্তা ভর্তি তাজা বোমা

কলকাতা, ১১ জুন (হি.স.): মুর্শিদাবাদে ফের উদ্ধার হল বোমা। রবিবার সকালে হরিহরপাড়ার হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালনগর ঘোষপাড়া এলাকায় মাঠের মধ্যে এক ব্যাগ ভর্তি সকেট বোমা পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ গিয়ে বোমা উদ্ধার করে। অন্যদিকে, সুতির লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামে বাজরার ক্ষেত থেকে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। হরিহরপাড়ার তৃণমূল ব্লক সভাপতির দাবি, ভোটের আগে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে বিরোধীরা এই কাজ করছে। বিজেপি বা বাম-কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি। এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের ধৈয়তি গ্রামে আইএসএফ কর্মীর বাড়িতে মুরগির ঘর থেকে উদ্ধার হল বস্তা ভর্তি বোমা। এদিন সকালে আইএসএফ কর্মী আলাউদ্দিন মোল্লার বাড়িতে হানা দেয় কাশীপুর থানার পুলিশ। তবে বস্তায় কতগুলি বোমা আছে, তা এখনও জানা যায়নি। আইএসএফ কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইএসএফের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে তাদের দলের কর্মীকে ফাঁসাতেই বোমা রাখা হয়েছে।

দুর্ঘটনা নিউটাউনে, আহত বাইক চালক-সহ দু''জন

কলকাতা, ১১ জুন (হি.স.): নিউটাউনে ফের দুর্ঘটনা! রবিবার ভোরে নিউটাউনের পেঁচার মোড়ে তিনটি গাড়ির রেষারেষিতে মোটরবাইকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বাইক চালক-সহ দু''জন। বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ভোর সওয়া ৫টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, নিউটাউনের নারকেল বাগান থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার সময় তিনটি গাড়ির রেষারেষি চলছিল। একটি গাড়ি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা বাইক, মিনিডোর ও আরেকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। বাইক সমেত চালক গাড়ির তলায় ঢুকে যান। দু''টি গাড়ির চালক আটক হলেও, তৃতীয় গাড়ির চালক পলাতক। তাঁর সন্ধান চালাচ্ছে ইকো পার্ক থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় স্পিড ব্রেকার না থাকায় বেপরোয়াভাবে যান চলাচল করে।

মূর্তি নদীর ভাঙন রোধে পাথর ও তার জালির বাঁধ তৈরির দাবি এলাকাবাসীর

চালসা, ১১ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে মূর্তি নদীর হাত থেকে জমি বাঁচাতে পাথর ও তার জালির বাঁধ তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। কারণ মূর্তি নদীর ভাঙনে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে বহু জমি। সামনেই বর্ষা। নদী ভাঙন রোধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিলীন হয়ে যেতে পারে বহু জমি। প্রতি বছর বর্ষা আসলেই মূর্তি ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায় নদীর ভাঙন শুরু হয়। ভাঙন ধীরে ধীরে চলে আসছে জনবসতি এলাকার দিকে। যে এলাকায় ভাঙন হচ্ছে তার পাশেই রয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি সহ বন দপ্তরের মূর্তি ক্যাম্প। বর্ষার আগেই যদি ওই এলাকায় ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বসতবাড়ি সহ বন দফতরের মূর্তি ক্যাম্পও। দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি পাথর ও তার জালির বাঁধ তৈরি করতে হবে। না হলে জমি বাঁচান যাবে না। সেচ বিভাগের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে পুলিশের টহলদারি

বাঁকুড়া, ১১ জুন (হি. স.) পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে, একই সাথে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে রাজনৈতিক, হিংসা শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখতে ও সুষ্ঠ নির্বাচনের লক্ষে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের টহলদারী।জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে জেলা জুড়েই এই টহলদারী বজায় থাকবে।

এদিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়ে শাসকদলের বাধা, বোমাবাজি ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বিষ্ণুপুরে মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের দ্বারা নিগৃহীত হন বলে অভিযোগ। এছাড়াও পাত্রসায়রে বোমাবাজি র অভিযোগে সাংসদ সৌমিত্র খাঁর নেতৃত্বে রাস্তায় বসেপড়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা।

বাসন্তীতে বোমাবাজি

বাসন্তী, ১১ জুন (হি. স.) রাতভর বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো বাসন্তী থানার অন্তর্গত কালিপদর মোড় এলাকায়। ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়ায়। রাত্রি ১টা নাগাদ মুহুর্মুহু বোমা ফাটতে থাকে এই এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এলাকায় প্রচুর বোমা ফাটার দাগ এবং বোমার সুতলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখে পুলিশ। কে বা কারা এই বোমাবাজি করছিল সে বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত নয়। তবে এলাকার মানুষের দাবি সামনেই পঞ্চায়েত ভোট তাই এলাকা দখলের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তৃণমূলের দুপক্ষের মধ্যেই বোমাবাজি হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের কেউই মুখ খুলতে চাননি। জেলার বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, "পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল। কাঁঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার দখলে থাকবে তা নিয়েই শনিবার রাতে তৃণমূলের মাদার গোষ্ঠী ও যুব গোষ্ঠীর মধ্যে বোমাবাজি হয়েছে।" রবিবার বিকেল পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারিনি পুলিশ।

মজদুর মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। মজদুর মনিটরিং সেলের অন্তর্গত বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের অনুমোদিত সারা রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে নিয়ে রবিবার বটতলা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে মজদুর মনিটরিং সেলের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি সংগঠনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলি গঠনের মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক কাজকর্মকে আরো সুচারু ভাবে পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

দমকল বাহিনীর জোয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহতদের উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আহতদের মধ্যে চারজন স্কুল পড়ুয়া রয়েছে। আহত সাতজনের মধ্যে চারজনকে সাবরুম মহকুমা হাসপাতাল থেকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে। গাড়ি চালকের দ্রুতগামীতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। সাব্রুম থানার পুলিশ এব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনা গ্রস্থ গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। এদিকে দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আহতদের আত্মীয় পরিজনরা সাবরুম হাসপাতাল এবং শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ছুটে যান।

শাসক দল

● প্রথম পাতার পর

করেছিল ফলে রাজনৈতিক মহলে বক্তব্য। সেই জায়গায় এখন আঘাত হানতে চাইছে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সঙ্গী। তাই উপজাতি যুব সমাবেশের ডাক দিয়ে তারই জানান দিল শাসক দল। অর্থাৎ যুবকদের শক্তি বৃদ্ধি করে পাহাড় দখলের মরিয়া চেষ্টা চালাবে এবার বিজেপি আইপিএফটি। বিজেপি নেতৃত্বের বার্তা থেকে এও পরিষ্কার বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রামথা যে অংক কষে ছিল তা এবার কাজ করবেনা। অর্থাৎ এবারের অংকের পাটিগণিত যে অন্য ফর্মুলায় হবে তাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলে উপজাতি আসন গুলিতে বিজেপির শক্তি বাড়াতে সচেষ্ট বলে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মন্তব্য। সম্প্রতি এডিসি সদর দপ্তর খুমুলুংএ বিজেপির ও আইপিএফটি জন সমাবেশকে ঘিরে যে রণক্ষেত্র চেহারা নিয়ে ছিল তা থেকে অনেকটাই পরিষ্কার বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। শুধু তাই নয় মথার দুইটি পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ এর ঘটনাও তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এদিকে মাথাও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে বিরোধী ঐক্যের বার্তা দিয়ে ওয়ান ইস্টু ওয়ান খেলায় মেতে উঠেছে।

গুরুত্বারোপ

● প্রথম পাতার পর

ওয়াইভস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর সভানেত্রী ড় অজিতা থাওসেন ও তাদের সংগঠনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।বিজিবি জানায়, আগামী ১৪ জুন সীমান্ত সম্মেলনের 'যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্ত হবে। সম্মেলন শেষে একই দিনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল দেশে প্রত্যাবর্তন করবে। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। অন্যদিকে বিএসএফ মহাপরিচালক ড় সুজয় লাল থাওসেন-এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছে।

চিকিৎসকদের

● প্রথম পাতার পর

অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনাপত্রটি পাঠ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরীয়, পুপস্তবক এবং উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সভাপতি ডা. সমীর র'ন দত্ত চৌধুরী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার যুগ্ম সম্পাদক ডা. সুমিত কুমার রায়।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

অন্তঃসত্ত্বা কাণ্ডে অভিযুক্ত অজিতকে। আদালত পুলিশের কাছে সিডি তলব করে অজিতকে দুই দিনের জেল হেফাজতে রাখার পর ১২ ই জুন পুনরায় আদালতে সোপার্দ করার নির্দেশ দেন। এদিকে, অভিযুক্ত অজিত সহ তার পরিবারের দাবি তাকে ফাঁসানো হয়েছে। বর্তমানে অন্তঃ সত্ত্বা নাবালিকাটি উদপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খেরেংঝুড়ি

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত জাতীয় সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

ভোটের আগে ক্ষোভ বাড়ছে লাউদোহার আদিবাসী পাড়ায় ট্যাঙ্কারে নোংরা জল সরবরাহ, প্রতিবাদে রাস্তা গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ১১ জুন (হি. স.) গরমের শুরু থেকে পানীয় জলের আকাল। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনকে জানিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়েছে। ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল সরবরাহ শুরু হলেও, ওই জল পান করার অযোগ্য। নোংরা জল সরবরাহের অভিযোগ। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল লাউদোহার মাঝি পাড়া এলাকায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে।

লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিপাড়া এলাকা। প্রায় দু''শ পরিবারের বসবাস। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। গ্রামে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের জলের পাইপলাইন রয়েছে। কিন্তু তাতে পর্যাপ্ত জল পড়ে না। ফলে চরম জলকষ্টে গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিও সুরাহা হয়নি। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা। গত ১৩ মে পানীয় জলের দাবীতে হাড়ি, বালতি নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মাঝি পাড়ার মহিলারা। মাধাইগঞ্জ-অন্ডাল রাস্তার মাঝিপাড়া মোড়ে রাস্তার ওপর বসে পড়ে মহিলারা। ওইসময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পানীয় জল সরবরাহের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। আশ্বাস মত ট্যাঙ্কারে করে জল সরবরাহ শুরু হয়। দৈনিক দু ট্যাঙ্কার করে জল ওই গ্রামে পাঠানো শুরু হয়। গোড়ার দিকে সবই ঠিক ছিল।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, 'এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পাইপলাইন থাকলেও সেই কলে পড়ে না নিয়মিত জল। জল সংগ্রহ করতে যেতে হয় আশপাশের এলাকায়। পাড়াতে তিনটি সরকারি কুয়ো রয়েছে। ওই কুয়ো গুলিতেও জল নেই। জলস্তর নেমে গেছে। ফলে জল সঙ্কট দেখা দিয়েছে।' বাসিন্দারা আরও বলেন,' বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত দফতরে জানানো হয়। সেই মত ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ শুরু হয়। গত দিন দশেক যাবৎ নোংরা জল সরবরাহ হচ্ছে।'বিক্ষোভকারী বাপি কিস্কু জানান,' প্রথম দিকে দু''ট্যাংকার করে জল আসছিল। পরে দু'' টাংকারের বদলে এক ট্যাঙ্কার করে জল পাঠানো হচ্ছে। সেটাও আবার নোংরা। ওই জল মোটেই পানেট যোগ্য নয়। বিষয়টি পঞ্চায়েত কে জানানো হয়। কিন্তু সুরাহা হয়নি।' তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাসিন্দারা। রবিবার সকালে লাউদোহা-উখড়া রোডের মাঝিপাড়া মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে বাসিন্দারা। অবরোধকারীদের দাবী, ' পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে।' অবরোধের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনা পৌঁছায় লাউদোহা থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তোলে বাসিন্দারা। লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,' বিষয়টি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে জানানো হয়েছে। দৈনিক দু ট্যাংকার করে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।'

নিলামবাজারে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশনের জন্য রোগী সনাক্তকরণ শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : স্বর্গীয় হনুমান প্রসাদ জৈনের স্মৃতি রক্ষার্থে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশনের জন্য রোগী সনাক্তকরণ শিবির আয়োজন করা হয়েছে করিমগঞ্জের নিলামবাজারে।লায়ন্স সার্ভিস ট্রাষ্ট অব করিমগঞ্জের আয়োজনে জেলা অন্ধত্ব নিবারণ সমিতি সহযোগীতায় এবং লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জের পরিচালনায় মঙ্গলবার নিলামবাজার স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যানিকেতনে আয়োজন করা হয়েছে শিবিরের। আয়োজিত শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা সহ ক্যাটারেক্ট রোগীদের অপারেশনের জন্য চিহ্নিত করে শিলচর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন করার যোজনা গ্রহণ করা হয়েছে। চক্ষু পরীক্ষার জন্য রোগীকে কোন ধরনের খরচ বহন করতে হবে না। রোগীদের সুবিধার্থে শিলচর - লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে যাওয়া এবং আসার জন্য লায়ন্স সার্ভিস ট্রাক্টের বাসের ব্যবস্থা থাকবে। যে সকল রোগীর ছানি (ক্যাটারেক্ট) অপারেশনের প্রয়োজন হবে তাদেরকে শিলচর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালে ভর্তী হওয়ার জন্য ঐ দিনই শিলচর নিয়ে যাওয়া হবে। শিবিরে চিহ্নিত রোগীদের অপারেশনের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র থাকা খাওয়া বা অপারেশন পরবর্তী পর্যায়ের চশমার জন্য কোন ধরনের খরচা দিতে হবে না। শিবিরের আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন জেলাশাসক, স্বাস্থ্য বিভাগীয় যুগ্ম সঞ্চালক সহ করিমগঞ্জ জিলা অন্ধত্ব নিবারণ সমিতি। এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন লায়ন্স ক্লাবের করিমগঞ্জ শাখার পিআরও শিখা দে।

বীরভূমে তৃণমূলীদের দলে নেওয়ায় দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বিজেপিতে

রামপুরহাট, ১১ জুন (হি. স.) তৃণমূলীদের দলে নেওয়ায় দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে বিজেপিতে। দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন পদ্ধতি মেনে দলে যোগদান পর্ব না হওয়ায় কাউকে বিজেপিতে নেওয়া হয়নি।

বীরভূম জেলায় বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ময়ূরেশ্বর। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে চ্যালেঞ্জ করে একটি পঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি। সেই বিজেপিতেই এবার দলবদল নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব। রবিবার ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান তৃণমূলের শিউলি দে'র হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন দলের বোলপুর লোকসভার কনভেনর অর্জুন সাহা। সেই সঙ্গে বছরখানেক আগে দলত্যাগী বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত দে'কেও দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। দলের বেগুনিয়া কার্যালয়ে শ'তিনেক তৃণমূল কর্মী সমর্থককে এদিনে বিজেপিতে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি অর্জুন সাহার। তবে এনিয়ে দলের মধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসি চরণ মণ্ডল ওরফে অষ্টম বলেন, "বিজেপি সাংগঠনিক দল। এখানে মণ্ডল সভাপতি এবং স্থানীয় কার্জকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দলে গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু অর্জুন সাহা কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই তিনি দলে যোগদান করিয়েছেন। যেটা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। ফলে যাদের দলে নিয়েছেন তারা কোন দলে থাকবেন সেটা অর্জুনবাবু বলতে পারবেন। আমরা কাউকে দলে গ্রহণ করিনি"।

অর্জুন সাহা বলেন, "আমি একাধিকবার মণ্ডল সভাপতিকে বলেছি। কিন্তু তিনি গড়িমসি করছিলেন। এদিকে দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন। দলকে উজ্জীবিত করতেই আমি দক্ষিণগ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান শিউলি দে'কে দলে গ্রহণ করেছি। সেই সঙ্গে আমাদের এক সময়ের মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত দে'কে ফিরিয়ে এনেছি। দলের স্বার্থেই এটা করেছি। অষ্টমবাবু কেন অবৈধ বলছেন জানি না"।

বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি কেনাকাটা করেন ভারতে

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১১ জুন (হি.স): বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারত সফর কালে ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেন। ভারতের পরই বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বেশি খরচ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।ক্রেডিট কার্ডে খরচের প্রবণতা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একক দেশ হিসেবে ভারতেই ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি খরচ করেন বাংলাদেশিরা। অবশ্য দেশের বাইরে ক্রেডিট কার্ডে মোট খরচের চার ভাগের একভাগ হয় ভারতে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ভ্রমণে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৭৩ কোটি টাকা খরচ করেছেন। মার্চে অর্থ ব্যয়ের এই পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৩ কোটি টাকা।প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের পরই বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খরচ করেন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে। মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বাংলাদেশিরা এ খাতে ব্যয় করেছেন প্রায় ৫১ কোটি টাকা। একই মাসে থাইল্যান্ডে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে খরচ করেছেন ৪২ কোটি টাকা। এরপর দুবাই ও সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ৪১ ও ৩৪ কোটি টাকা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যয় করেছেন বাংলাদেশিরা।বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, মার্চ মাসে দেশের বাইরে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশিরা ব্যয় করেছেন মোট ৪২৬ কোটি টাকা। অবশ্য গত মার্চে দেশে ও বিদেশে ক্রেডিট কার্ডে মোট খরচ হয়েছে ২ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা, ফেব্রুয়ারি মাসে যা ছিল ২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা।বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, যেসব দেশে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন, সেসব দেশের মধ্যে আরও রয়েছে যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, আয়ারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। বিদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে ভিসা কার্ড। এরপর ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে মাস্টারকার্ড, অ্যামেক্স কার্ড, ডাইনারস কার্ড,

জে সি লীগ : ম্যাচের লাগাম স্ফুলিঙ্গের হাতে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস কসমপলিটনের

কসমোপলিটন: ১৪১, ১৪/৩ স্ফুলিঙ্গ: ২১৩,

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ম্যাচের লাগাম স্ফুলিঙ্গের হাতে। দ্বিতীয় দিনে ১৮ উইকেটের পতন। টিসিএ আয়োজিত জেসি লীগ ২০১৯-২০ কসমোপলিটন ও স্ফুলিঙ্গের ম্যাচ অনেকটাই জমজমাট বলে যেতে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য দ্বিতীয় দিনেও প্রায় ১০ ওভার খেলা কম খেলতে হয়েছে। ইতোমধ্যে কসমোপলিটন ৫৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তাদের হাতে উইকেট অক্ষত রয়েছে সাতটি। তবে কতটুকু লিড নিতে পারবে সে আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনের প্রথম বেলায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর স্ফুলিঙ্গ জবাবে কেমন খেলবে তার উপরও নির্ভর করছে ম্যাচের টোটাল ফলাফল। শনিবার নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে সাকূল্যে ৩১ ওভার খেলা হয়েছিল। কসমোপলিটন ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, রবিবার দ্বিতীয় দিনে ১৫.৪ ওভার খেলে অবশিষ্ট ৫ উইকেটে কসমোপলিটন ২৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ১৪১ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে স্ফুলিঙ্গ ৫৬ ওভারে ২১৩ রানে তাদের ইনিংস শেষ করে। প্রথম ইনিংসে লিডের কাজ সেরে নেয়। দ্বিতীয়ত, ৭২ রানে লিড পায়। জবাবে কসমোপলিটন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৯ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এর মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে একটু সঙ্গিন অবস্থায় রয়েছে, ১৪ রান সংগ্রহ করে। দুদিনের সামগ্রিক খেলায় কসমোপলিটনের তন্ময় ঘোষ প্রথম ইনিংসে ৫৩ রান এবং ফুলিঙ্গের প্রথম ইনিংসে শ্যাম শাকিল গণের ১১২ রান ও অধিনায়ক সৌরভ দাসের ৪৬ রানের ইনিংস উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে কসমোপলিটনের দেবপ্রসাদ সিংহ ৭১ রানে চারটি, চন্দন রায় তিনটি উইকেট পেয়েছে। অপরদিকে স্ফুলিঙ্গের সফল বোলার জয়দীপ ভট্টাচার্য ৩৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে।

২০২৩-২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি প্রকাশিত

দুবাই, ১১ জুন(হি.স): ২০২৩-২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি প্রকাশিত হল।

ভারত:
নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ড (তিনটি টেস্ট), ইংল্যান্ড (পাঁচটি টেস্ট) এবং বাংলাদেশের (দুটি টেস্ট) সঙ্গে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সেইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া (পাঁচটি টেস্ট), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (দুটি টেস্ট) এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় (দুটি টেস্ট) গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ খেলবে। ভারতের যা সূচি হয়েছে, তাতে ঠিকমতো খেললে টানা তৃতীয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নিপের ফাইনালে উঠতে পারবে।

অস্ট্রেলিয়া:
ঘরের মাঠে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন প্যাট কামিন্সরা। ""অ্যাওয়ে"" সিরিজ খেলতে যাবে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কায়।

বাংলাদেশ:
নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। সেইসঙ্গে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজ খেলবে।

ইংল্যান্ড:
অ্যাসেজ দিয়ে ঘরের মাঠে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের যাত্রা শুরু করবে। সেইসঙ্গে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলবে। আর অ্যাওয়ে টেস্ট সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড, ভারত এবং পাকিস্তানে।

নিউজিল্যান্ড:
অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোম সিরিজ খেলবে। সব অ্যাওয়ে টেস্ট খেলবে উপ-মহাদেশে। ভারত, বাংলাদেশ এবং এশিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলবেন কিউয়িরা।

পাকিস্তান:
ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলদেশের বিরুদ্ধে খেলবে। আবার অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে পাকিস্তান।

দক্ষিণ আফ্রিকা:ঘরের মাঠে তিন উপ-মহাদেশের দলকে পাবেন প্রোটিয়ারা - ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। অ্যাওয়ে সিরিজ খেলতে যাবে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশে।

ফরাসি ওপেনের চ্যাম্পিয়ন শিয়াওতেক

ফ্রান্স,১১ জুন (হি.স.): সেমি-ফাইনালে চমক জাগানো কারোলিনা মুচোভা শিরোপা লড়াইয়েও উপহার দিলেন দারুণ পারফরম্যান্স। প্রথম সেটে হারের পর ঘুরে দাঁড়ালেন দুর্দান্তভাবে। তবে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের আশা জাগিয়ে শেষটা হলো তাঁর হতাশায়। অভিজ্ঞতার আলোকে মাঝের চাপ সামলে শেষটা রাঙালেন ইগা শিয়াওতেক, প্রতিপক্ষের সার্ভিসেই ম্যাচ পয়েন্ট আদায় করে নিয়ে ধরে রাখলেন ফরাসি ওপেনের মুকুট। প্রথম সেটে অনায়াস জয়ের পর দ্বিতীয় সেটেও এগিয়েও যান শিয়াওতেক। এরপরই নিজেকে মেলে ধরেন র‍্যাঙ্কিংয়ের ৪৩তম মুচোভা। বারবার মোড় বদলের ম্যাচে, প্রায় তিন ঘণ্টার হাড্ডহাড্ডি লড়াইয়ে ৬-২, ৫-৭, ৬-৪ গেমে জিতে এককের ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর খেলোয়াড়।

কাজল স্মৃতি সুপার লীগ : সেন্ট পলস-এর গোলের বন্যায় তলিয়ে উমাকান্ত একাডেমি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ফের গোলের বন্যা। কাজল স্মৃতি অনূর্ধ ১৪ আন্ত স্কুল ফুটবলে সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, রবিবার সেন্ট পলসস্কুল কুড়ি-শূন্য গোলের বিশাল ব্যবধানে উমাকান্ত একাডেমী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে পরাজিত করেছে।

বিজয়ী দল প্রথমার্ধ ১২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। লীগ পর্যায়ের ম্যাচেও সেন্ট পলসস্কুল যথাক্রমে সুখময় স্কুলকে ৮-০ এবং বড়জলা স্কুলকে ২৩-০ গোলে পরাজিত করেছিল।

সুপার লিগের খেলায় আজ সেন্ট পলসস্কুলের পক্ষে তাংশুরায় রিয়াং হ্যাটট্রিকসহ ছটি অর্থাৎ ডাবল হ্যাটট্রিক করেছে। এছাড়া ব্রিলিয়ান্ট রিয়াং হ্যাটট্রিকসহ ৫ টি গোল করেছে। তাছারা, রমেশ রিয়াং হ্যাটট্রিক করেছে। এছাড়া, নাইসরাঙ্গা রিয়াং ও জুলিয়াস রিয়াং দুটি করে এবং যশুয়া ডারলং ও হাসমুইয়া রিয়াং একটি করে গোল করে। উল্লেখ্য , সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে মতিনগর স্কুল দল ৩-১ গোলের ব্যবধানে সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কে হারিয়ে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। আজ, ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সুকান্ত দত্ত, অরিন্দম মজুমদার, চিরঞ্জিত দেববর্মা ও সজল গোপ।

শেষ দিনে ভারতের দরকার ২৮০ রান, অস্ট্রেলিয়ার চাই ৭ উইকেট

লন্ডন, ১১ জুন (হি.স.): চতুর্থ ইনিংসে ৪৪৪ রানের পাহাড় ছুঁতে রোহিতের উইকেটে থাকাটা খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু হলো না। নাথান লায়নের বলে আউট হয়ে যেটা আর করতে পারেননি ভারতীয় অধিনায়ক। রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে নেমে চতুর্থ দিনের শেষে ভারত করেছে ৩ উইকেটে ১৬৪ রান। টেস্ট শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট

জে সি লীগ, দ্বিতীয় রাউন্ড জেসিসি-কে ছাপিয়ে ফ্রেন্ডস এগিয়ে

জে সি সি-১০১ ও ২৫/২ ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-১৫০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। লিড নিলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। তবে দুর্দান্ত লড়াই ছুড়ে দিয়েছিলো জে সি সি। দ্বিতীয় দিনে। এখন দেখার ম্যাচের শেষ দিনে কোনদল বাজিমাৎ করে। আপাতত ম্যাচের যা গতি প্রকৃতি তাতে অমিমাংশিত হওয়ার পথে ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে সি সি-র গড়া ১০১ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান করে। ৪৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে জে সি সি ২ উইকেট হারিয়ে ২৫ রান করতে সক্ষম হয়।

ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের শুভম ঘোষ এবং জে সি সি-র শঙ্কর পাল ৪ উইকেট করে পেয়েছেন। প্রথম দিনের ৮ উইকেটে ৬৯ রান নিয়ে খেলতে নেমে রবিবার আরও ৩২ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ২ উইকেট হারায় জে সি সি। দলের পক্ষে ভিকি সাহা ৪৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে শুভম ঘোষ (৪/৩২) এবং রীতায়ন দে (২/২৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি-র দুই সপিনার শঙ্কর পাল এবং অমরেশ দাসের ভেলকিতে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। দল ৩২.৫ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় ১৫০ রানে।

দলের পক্ষে শুভম ঘোষ ৪৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, দলনায়ক রজত দে ৬৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬,দীপক ক্ষত্রী ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং অরিন্দম বর্মন ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে শঙ্কর পাল (৪/৫৪) এবং অমরেশ দাস (৩/৩১) সফল বোলার। ৪৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে ২০ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে ২৫ রান করে জে সি সি। রিমন সাহা ৫৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯ রানে এবং নিরুপম সেন ৩৪ বল খেলে ২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। দ্বীপজয় দেব করেন ১৪ রান ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নের জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক শুরু আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নের জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক আজ থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবের শুরু হয়েছে। দুই দিনের এই বৈঠকের সূচনা করেন রাজ্যের সম মন্ত্রী টিংকু রায়।এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন রাজ্য সরকার রাজ্য সাংবাদিকদের কল্যাণে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেছে।ত্রিপুরা এখন উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হচ্ছে হচ্ছে ত্রিপুরা। এদিকে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকদের সাথে সরকার কাজ করছে।বর্তমান সরকার সাংবাদিক বান্ধব সরকার।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি গীতার্ত পাঠক ও মহাসচিব সাবিনা ইন্দ্রজিৎ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার। দুই দিনের এই বৈঠকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাংবাদিক প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।আগামী কাল চলবে এই বৈঠক।উল্লেখ করা যেতে পারে ত্রিপুরা এই প্রথম ইউনিয়নের জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠক বসেছে।

সকলকে চাকরি দেয়া সম্ভব নয় ঃ মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। এখন জল সংরক্ষণ, বৃক্ষ রোপণ, স্বাবলম্বী করতে, বালিকা বিবাহ বন্ধ করার জন্য আন্দোলন প্রয়োজন।রবিবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের অন্তর্গত পিডব্লিওডি এমপ্লয়ীজ এন্ড ওয়ার্কার সংঘ ডিপার্টমেন্টাল ইউনিটের প্রথম দ্বীবার্ষিকী রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। সকলকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তাদের স্বরোজগারী করতে সরকারী প্রচেষ্টা রয়েছে। কর্মচারীদের তাদের ছেলে মেয়েদের এই মানসিকতায় প্রস্তুত করতে হবে। তবেই সুন্দর সমাজ তৈরি হবে। রবিবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের অন্তর্গত পি ডব্লিউ ডি এমপ্লয়ীজ এন্ড ওয়ার্কার সংঘ ডিপার্টমেন্টাল ইউনিটের প্রথম দ্বীবার্ষিকী রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হয় এই সম্মেলন। কমিউনিস্টদের ধাঁচে সংগঠন চালালে চলবে না। দেশ যে ভাবে এগুচ্ছে। সেই ভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান জানান তিনি। কর্মপন্থায় পরিবর্তন আনলেই বলা যাবে এই সংগঠন অন্য সংগঠনের চাইতে আলাদা। পতাকার রং নয় কাজের মাধ্যমে নিজেকে পৃথক করতে হবে বলে জানান মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

করিমগঞ্জের বদরপুরে মুখোমুখি দুটি ট্রাক, হতাহত তিন

বদরপুর (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারিয়েছেন এক ট্রাক চালক। নিহত ট্রাক চালককে বাখরশালের বাবর হুসেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন। আহত অপর ট্রাকের চালক উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের বাসিন্দা বিকাশ পালের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কান্দিগ্রাম এলাকায়।

আজ রবিবার সকালে বদরপুর থেকে এএস ০১ জিসি ৭৪৪৭ নম্বরের একটি ট্রাক করিমগঞ্জে যাচ্ছিল। কিন্তু কান্দিগ্রাম এলাকায় বিপরীত থেকে আগত এএস ০১ ইসি ৭০৭৮ নম্বরের একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুমড়ে-মুচড়ে যায় দুটি ট্রাকের অগ্রভাগ। দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের বিকট শব্দ শুনে অকুস্থলে ছুটে যান স্থানীয় মানুষ। ইত্যবসরে খবর পেয়ে ছুটে যায় বদরপুর থানার পুলিশ। তাঁরা নিহত ট্রাক চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশপাশি গুরুতর আহত অপর চালক বিকাশ পালকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি ট্রাক নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে বদরপুর পুলিশ।

মাধ্যমিকে শতভাগ সাফল্য, গোলাঘাটি হাই স্কুলের সেরা ছাত্র বিশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুন।। খুশির আবহ গোলাঘাটি হাই স্কুলে। এবছর ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরিক্ষায় শতভাগ সাফল্যের রেকর্ড ছুঁয়েছে স্কুলটি। মোট ৪৩ জন পরিক্ষায় বসেছিল। উর্তীণ হয়েছে সবাই। প্রথম বিভাগে ৮ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে ১০ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে সেরা বিশাল দেবনাথ। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দারুণ রেজাল্ট করেছে সে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৬। অর্থাৎ ৯৩.২০ শতাংশ। সেরা দশের তালিকা ছুঁতে আর মাত্র দশ নম্বরের দরকার ছিল। ইংরেজি পরিক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় পিছিয়ে পড়েছে সে। তবে সেরা দশের জন্য পড়াশোনা করেনি সে। স্কুল বা বাড়িতে কেউ এ বিষয়ে উৎসাহ জোগায়নি কেউ। সবাই বলেছে ভালো ফলাফল করতে হবে। প্রথম বিভাগে পাশ করার লক্ষ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিলো সে। বিশাল যখন দুই বছরের শিশু তখন সে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে যায়। বাড়ির জ্যেঠু জ্যেঠিমা জ্যাঠতুতো ভাই ছোট্ট বিশাল এবং তার বোন বৈশালীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। জ্যাঠতুতো ভাই সুমন দেবনাথ এই দুই ভাই বোনের পড়াশোনা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। বৈশাখী ভালো ছাত্রী। বিএড পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশালের দারুণ ফলাফলে খুশি পরিবারের সবাই। বিশাল জানান, সে দুই থেকে তিন ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। তিনজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে ব্যাচে পড়তেন। বেশির ভাগ সময় খেলাধুলা নিয়ে ব্যাস্ত ছিল। এ কারণে পরিক্ষার এক মাস আগেও সিলেবাস শেষ করতে পারেনি। তবে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে গুজব ছড়িয়েছিল। তখন বিশালের পাড়ার সবাই বিনিদ্র রাত কাটাতেন। এ সময়ে সারা রাত পড়াশোনা করেছে বিশাল। তবে সে আপসোস করে জানান , আমাকে সেরা দশের বিষয় নিয়ে কেউ পরামর্শ দিলে অবশ্যই করে দেখিয়ে দিতাম। যাক বর্তমানে সে বাণিজ্য বিভাগে পড়াশোনা করতে চায়। ভবিষ্যতে চাকরি নয়, সে ব্যবসা করতে চায়। শিল্প স্থাপনের ইচ্ছে রয়েছে তার। এতে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। বড়ো হয়ে চাকরি দিতে চায় সে। তবে গ্রামের এই স্কুলে শিক্ষক সংকট রয়েছে। ইংরেজি বাংলা বিজ্ঞান শিক্ষক নেই। শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে নজর দিলে আগামী দিনে স্কুলের রেজাল্ট আরও ভালো হবে বলে মনে করেন অভিভাবকরা। প্রধান শিক্ষিকা কিরণ প্রভা দেববর্মা জানান, প্রতিকূলতার মধ্যেও সকল শিক্ষকরা ছাত্র ছাত্রীদের ভালো ফলাফলের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে যাতে এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকে সেদিকে আরও নজর দেয়া হবে বলে জানান তিনি।

বিশালগড়ে কৃতীদের সংবর্ধনা টিডব্লিউজেএ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ জুন।। বিশালগড় মহকুমার কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটি। রবিবার কৃতীদের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে শুভেচ্ছা জানান এসোসিয়েশন এর বিশালগড় শাখার সদস্যরা। এ বছর ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরিক্ষায় বিশালগড়ের কঙ্কনা মজুমদার এবং রাজেশ দাস সেরা দশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন এর ছাত্রী কঙ্কনা মজুমদার ৪৮৭ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান দখল করে। ভবিষ্যতে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এই মেধাবী ছাত্রী। বিশালগড় আমবাগান এলাকার দলিল লেখক কিশোর মজুমদারের একমাত্র কন্যা ছোট বেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল। দৈনিক ছয় ঘন্টা পড়েছে সে। বেডমিন্টন খেলতে ভাললাগে তার। ক্লাসিক্যাল সংগীত এবং অঙ্কন তার প্রিয়। বিশালগড় চিকনছড়ার রাজেশ দাস ৪৮৪ নম্বর পেয়ে দশম স্থান দখল করেছে। তার বাবা দিলীপ দাস জেলা পরিষদের সদস্য। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে এই ছাত্র। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র দেবাশিস দেব ৪৮৪ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। উত্তর চড়িলামের কৃষক দেবল দেবের সাফল্যে খুশি গোটা গ্রাম। দেবাশিস ভবিষ্যতে আইএএস অথবা আইপিএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই তিন কৃতী ছাত্র ছাত্রীকে এদিন পুষ্পস্তবক উপহার প্রদান করে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এসোসিয়েশনের বিশালগড় শাখার সভাপতি সমীর ভৌমিক, সম্পাদক খোকন ঘোষ, সহ-সম্পাদক জীবন সাহা, কার্যকরী কমিটির সদস্য কুমার গৌরব রায়, আশিস মিয়া, অজয় পাল, হারাধন দেবনাথ,সিনিয়র সাংবাদিক সাধন দেবনাথ, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহ সকল সদস্য সাংবাদিকরা কার্যক্রমে অংশ নেন।

তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুন।। তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন সারা বছরই নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি করে আসছে। রক্তদান শিবির স্বাস্থ্য শিবির, ব্যবসায়ীদের সুবিধাজনক বিভিন্ন প্রকল্প প্রদান ইত্যাদি। রবিবার ও তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে এবং কেভা কাইপো (হার্বাল সাপ্লিমেন্ট) ইন্ডাস্ট্রির সহযোগিতায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। তেলিয়ামুড়া এলাকার ছোট মাঝারী ব্যবসায়ী যারা দৈনন্দিত ব্যবসায়ীক কাজের জন্য নিয়মিত শারীরিক পরিক্ষা নিরিক্ষা করাতে পারেনা। তাদের সুবিধার্থে এদিনের এই স্বাস্থ্য শিবির। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে কেভা কাইপো কোম্পানির তরফ থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পুর্ন শরিরের বিনামূল্যে পরিক্ষা করাহয়, এবং পরবর্তী করনীয় পরামর্শ প্রদান করাহয়। এদিনের এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর সম্পাদক তথা তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, সভাপতি কৃষ্ণপদ দাস সহ অন্যান্যরা। স্বাস্থ্য শিবির প্রসংগে মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় জানান, তেলিয়ামুড়া বাজারের ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যাবসায়ীক কাজের জন্য সময়ের অভাবে বা সুযোগের অভাবে নিজেদের শারীরিক পরিক্ষা করাতে পারেননা তাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আজকের এই স্বাস্থ্য শিবির। যাতে করে হাতের কাছে অতি সহযে চিকিৎসা পরিসেবা উনারা নিতে পারেন। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসুচী জারী থাকবে বলেও তিনি জানান।'

বিলোনীয়ায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ জুন।। "রক্তদান জীবন দান" তাই আজ রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে পথের পথিক নামে সামাজিক সংস্থার পথ চলা শুরু হল বিলোনিয়াতে ,এই সামাজিক সংস্থার পথ চলাকে সামনে রেখে রবিবার দুপুরে বিলোনিয়া যোগমায়া কালী বাড়ীর নাট মন্দিরে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির , পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রক্তদান শিবিরের সুচনা করেন , সাথে ছিলেন বিলোনিয়া ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাক্তার রাহুল রিয়াং, যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি সহ বিলোনিয়া পুর পরিষদের কাউন্সিলারগন। এছাড়া ছিলেন পথের পথিক সামাজিক সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যগন, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কিছু শিক্ষিত বেকার উদ্যমী যুবকরা পথের পথিক সামাজিক সংস্থা গড়ে তোলে। দুঃস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াবে বলে জানান সংস্থার সদস্যরা। পথের পথিক সামাজিক সংস্থার উদ্বোধন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ আলোচনা রাখতে গিয়ে আশা ব্যক্ত করেন এই সামাজিক সংস্থা সমাজের জন্য কাজ করবে, মানুষের জন্য কাজ করবে।

ক্রিয়েটিভ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ক্রিয়েটিভিটি ফর স্মাইল সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে গান্ধী স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য অতিথিরা। এজিন এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন এই সংগঠনটি কার্যত কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মিলে গঠন করেছেন। তারাও নিজেদেরকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের সংগঠন করে তুলেছেন। বিগত প্রায় আড়াই বছর ধরে এই সংগঠন স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের এ ধরনের মানসিকতা ও কাজকর্মের ভুয়সি প্রশংসা করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

তেলিয়ামুড়ায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আশ্রমে ডাইনিং হলের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুন।। বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়ের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আশ্রমে বিধায়িকা এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে তৈরি নবনির্মিত এক ডাইনিং হলের উদ্বোধন করা হয় রবিবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের কাউন্সিলর নিশা রানী সূত্রধর সহ চৈতন্য আশ্রমের সেবাইত রামানন্দ গোস্বামী সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা বলেন তেলিয়ামুড়া এলাকার সকল ভক্তদের কথা চিন্তা করে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে এই ডাইনিং হল করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তার পাশাপাশি এদিন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আশ্রমে এক বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বৈষ্ণব সম্মেলনে সারা রাজ্যের প্রায় ৩ শতাধিক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী অংশগ্রহণ করে বলে জানা গেছে।

উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন শিবকুমার

উজ্জয়িনী, ১১ জুন (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা করলেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। রবিবার সকালে যথোচিত রীতি মেনে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন শিবকুমার। পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেছেন, কর্ণাটকের জনগণকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করব আমরা।

কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেছেন, 'কর্ণাটকের জনগণের সেবা করার জন্য আমাদের একটি সরকার দিয়েছেন মহাকালেশ্বর, আমি নির্বাচনের আগেও এখানে এসেছি...কর্ণাটকের সমস্ত মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা শুরু হচ্ছে। আমরা জনগণকে দেওয়া ৫টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি।'

সীমান্ত এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, দাবি সিপিএমের

আগরতলা, ১১ জুন।। কাজের অভাবে-রোজগারের অভাবে অর্দাহার-অনাহার বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ম্যালেরিয়ার ছড়িয়ে পড়ছে এবং দ্রুত এর বিস্তার ঘটছে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় এই আক্রমণ তীব্র হচ্ছে। ঐ সমস্ত এলাকাগুলিতে জলবাহিত রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন।

সিপিএম এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়ে বলেছে, অধিকাংশ স্থানীয় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ঔষধের অভাব দেখা দিয়েছে। রোগীরা সংশ্লিষ্ট এলাকার চিকিৎসা কেন্দ্রে গেলে হাসপাতালে ভর্তি করার পরিবর্তে তাদেরকে মহকুমা/জেলা হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালগুলিতে এম্বুলেন্সের অভাবে গাড়ী ভাড়া করে গরীব মানুষের পক্ষে মহকুমা / জেলা হাসপাতালে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। দুর্গম এলাকাগুলিতে পানীয় জলের তীব্র সংকট। ঐ সব এলাকার জনগণ ছড়া/নালার জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন, ফলে জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। দূরতম এই এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য শিবির, ঔষধ দেবার ব্যবস্থা অনুপস্থিত। সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং দাবী করছে- ম্যালেরিয়া প্রবন এলাকায় অবিলম্বে ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করতে হবে।যে এলাকা পানীয় জলের উৎস নেই বা অচল সেখানে প্রতিদিন গাড়ীতে করে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ রেগার কাজ এবং উন্নয়নমূলক দপ্তরের কাজ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেবদারু পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে প্রয়াস কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ জুন।। একইদিনে পৃথক পৃথক ভাবে মোট ৮ টি জায়গায় প্রয়াস কর্মসূচী করলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লোকজনের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী করেযাচ্ছেন। এরইমধ্যে বাল্যবিবাহ ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রবিবার দেবদারু ফাঁড়ী থানার অধীনে পৃথক পৃথকভাবে মোট ৮ টি জায়গায় প্রয়াস কর্মসূচী করাহয়। আজকের এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সকলকে আইনমেনে চলার জন্য বিশেষ আহব্বান জানানোহয়। তারপাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধে ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সকলকে এগিয়ে আসারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। ওসি যুবসমাজকে রক্ষনার্থে এই বিশেষ উদ্দ্যোগ হাতে নিয়েছেন। ওসির এইধরনের উদ্দ্যোগকে সকলে সধুবাদ জানিয়েছেন।

বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। রবিবার সকালে বটতলা সুপারমার্কেটে এ এস প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের চৌদ্দ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এস প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড তাদের চৌদ্দতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান ও অন্যান্য নানা সামাজিক কর্মসূচিও পালন করা হবে। রবিবার বটতলা সুপার মার্কেট প্রাঙ্গনে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি বিভাগের প্রতিযোগিতায় শতাধিক প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করেছে। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে এ এস প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

আগামী দশ দিন ডিমা হাসাও জেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, জারি লাল সতর্কতা

হাফলং (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : অসমের ডিমা হাসাও জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, জানানো হয়েছে আবহওয়ার পূর্বাভাসে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের বার্তা পেয়ে ডিমা হাসাও জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ ও আঞ্চলিক মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ গুয়াহাটি। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী দশ দিন ডিমা হাসাও জেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রবল। এতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সমগ্র ডিমা হাসাও জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস আজ রবিবার এক নির্দেশ জারি করে ভূমিধস-প্রবণ এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষকে যাতায়াত না করার পরামর্শ দিয়েছেন। এমন-কি ভূমিধস-প্রবণ এলাকাগুলির বাসিন্দা সব পরিবারকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি জেলার সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ, লাইন ডিপার্টমেন্টগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ব্লক পর্যায়ে সাধারণ নাগরিকদের দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের চেয়ারম্যান বা ভিডিওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফকে অ্যালার্ট রাখা হয়েছে। তাঁরা সম্ভাব্য সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন। এদিকে দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন নম্বর খোলা হয়েছে। নম্বরগুলি যথাক্রমে ০৩৬৭৩-২৩৬৩২৪ /০৩৬৭৩/১০৭৭/ ৯৪৩৫৫/ ৩০৪১২। উল্লেখ্য, গত বছর ২০২২ সালে এই সময়ই প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের জেরে ডিমা হাসাও জেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল। যার দরুন তিন জনের মৃত্যুর পাশাপাশি পাহাড়ি জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। রেল যোগাযোগ থেকে শুরু করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।